

Barcode - 4990010251943

Title - Ankur (1931) yr. 1

Subject - GENERALITIES

Author - Ghosh, Surendra Kumar, ed.

Language - bengali

Pages - 38

Publication Year - 1931

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4990010251943













# অক্ষর

ছেলে মেয়েদের জন্য মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীমুরেন্দ্র কুমার ঘোষ।

# THE TREASURE CHEST.

## A MONTHLY MAGAZINE FOR BOYS AND GIRLS.

<i>Editor</i>	...	...	Miss Ruth. E. Robinson, Pasavangudi, Bangalore City
<i>Associate Editor</i>	...	...	Miss Ruth Gray, Basavangudi, Bangalore City
<i>Editor of Urdu Edition</i>	...	...	Miss Mary Esther Badley, Byculla Bombay,
, „ <i>Marathi</i> „	...	...	Mr D. N. Tilak, Main Road, Nasik.
, „ <i>Tamil</i> „	...	...	Mr. B.N Gupta, C/o C G Naidu & Son Bangalore City
, „ <i>Telugu</i> „	...	...	Do. Do.
„ „ <i>Gujarati</i> „	...	...	Miss Laura F. Austin, Baroda
„ „ <i>Hindi</i> „	...	...	Rev. J. W Netram, Indore, C. I
„ „ <i>Malayalam</i> „	...	...	Mr T K Kuruvilla Tiruvella, Travancore
„ „ <i>Burmese</i> „	...	...	Rev. B. M Jones Pegu Burma.
„ „ <i>Benyali</i> „	...	...	Rev. S. K Ghosh, 17 Manicktolla Street, Calcutta.

### AGENTS :—

Bangalore—Tract & Book Depot St Mark's Road.

Calcutta—Association Press 5 Russell Street.

Poona—Mr. L. D. G. Burwell 2119 East St. Poona

Rangoon—American Baptist Mission Press.

Trivandrum— } Mr R. P. Varyar Malathil House

Travancore— } Oorumadham Road

Colombo, Ceylon—M N Muthuswamy & Co, 7, Kew Lane Slave Island.

### সূচীপত্র ।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। ফুল ( প্রবন্ধ )	... শ্রীমতীন্দ্রনাথ বায় চৌধুরী	১৫৩
২। ইতিহাস	... ..	১৬০
৩। বিদেশীর বিনয় ( কবিতা )	.. অজ্ঞাত	১৬৪
৪। শিশু-কল্যাণ ( বিজ্ঞান )	.. রমেশ শর্মা	১৬২
৫। বিচিত্রা	... .	১৬৬
৬। সাধুব স্বভাব ( কবিতা )	... শ্রীমনোবজ্রন গুহ	১৬৭
৭। ছেলেমেয়েদের গৃহকর্মে সাহায্য ( প্রবন্ধ )	... শ্রীমুরেন্দ্রকুমার ঘোষ	১৬৭
৮। টিয়া ( গল্প )	... বাঙ্গালার কপকথা ( Ruth Grey অনুবাদ )	১৬৯
৯। ছই বৃদ্ধের তীর্থযাত্রা ( গল্প )	... The Two Old Men (An Abridgment)	



# অঙ্কুর।

২/১

১ম বর্ষ]

মাঘ, ১৩৩৮ ৬

[ ৭ম সংখ্যা ৪

## ফুল।

ফুলের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ফুলকে দেখলে আমার কি আনন্দ না হয়! যেদিন বিশ্বের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো তার বছ আগে হ'তে সে বেশ মনের আনন্দে বাস ক'রছিল। সে যে এত দিন আছে তা পূর্বে জানতাম না। একটু বড় হয়ে সব বিষয় জানতে পারলাম। মায়ের কোলে শুয়ে কখন কখন দোলায় ছ'লতে ছ'লতে কত রং বিরংয়ের কাগজের ফুল দেখতাম; আগ্রহক'রে মে'গুলো ধ'রতে যেতাম কিন্তু তখন দাঁড়ানোর শক্তি হয় নি। যাক্ সে সব শিশুদিনের কথা। প্রথমে যখন মেয়ে স্কুলে ভর্তি হ'লাম সেখানে দেখলাম মেমেদের ছোট্ট বাগানটায় কত রংয়ের বিদেশী "মরসুম ফুল" ফুটে আছে, আর রঙ্গিন প্রজাপতিরা, মৌমাছির, ভ্রমরেরা ফুলের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ফুলের কাছে তা'দের আবেদন জানাচ্ছে। তা'দের দেখে বালক প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত। মিস্ ইভান্সের ভয়ে সেদিকে বড় একটা ঘেঁসতাম না। ফুল ছেঁড়া, প্রজাপতি ধরার নেশা আমার মাঝে মাঝে পাগল ক'রে তুলত। উদাস হয়ে গ্যালারীতে বসে একদৃষ্টে দূরের ফুল "বাগিচার" দিকে চেয়ে থাকতাম। ক্লাশে কি পড়া হচ্ছে, যোগ কি বিয়োগ দিয়েছে সেদিকে খেয়াল নাই। মাঝে মাঝে তরুদিদি আমার নাম ধরে ডাকতেন আর অমনি চমকে উঠতাম। তিনি বলতেন, "কি দেখছিলে, ছুট

ডেলে? সেখনি, উঠে এস আমার কাছে।" ভয়ে ভয়ে উঠে যেতাম কাছে। তার প্রশ্নের জবাব দেবার মত মাহস সেদিন জন্মায় নি, বোকার মত তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম একদিন এমনভাবে বসে আছি যাক্ যেমের মত ভয় করি পড়ে গেলাম তার নজরে। মেম তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাজির। তার আসা টের পেয়ে খুব মন দিয়ে অঙ্ক তুলতে লেগে গেলাম। ক্লাশে ঢুকেই ডাকদিলেন, "প্রশান্ত, উঠে এস।" গলার আওয়াজ শুনে বৃকের মতোটা কিরকম ক'রতে লা'গল, বাইহোক বাধ্য হয়ে কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়লাম; মনে হচ্ছিল এই বুঝি বলে, শুদাম ঘরে বন্ধ—পা ত'টো ঠক্ ঠক্ করে কাপছিল। মিস্ ইভান্স বললেন, "কি দেখছিলে?" চুপ করে রইলাম, কি ছাই আর উত্তর দেবো!

—বল! না হ'লে শাস্তি পাবে।

কাঁপা গলায় উত্তর দিলাম "ফুল আর প্রজাপতি"...

—ফুল চাও?

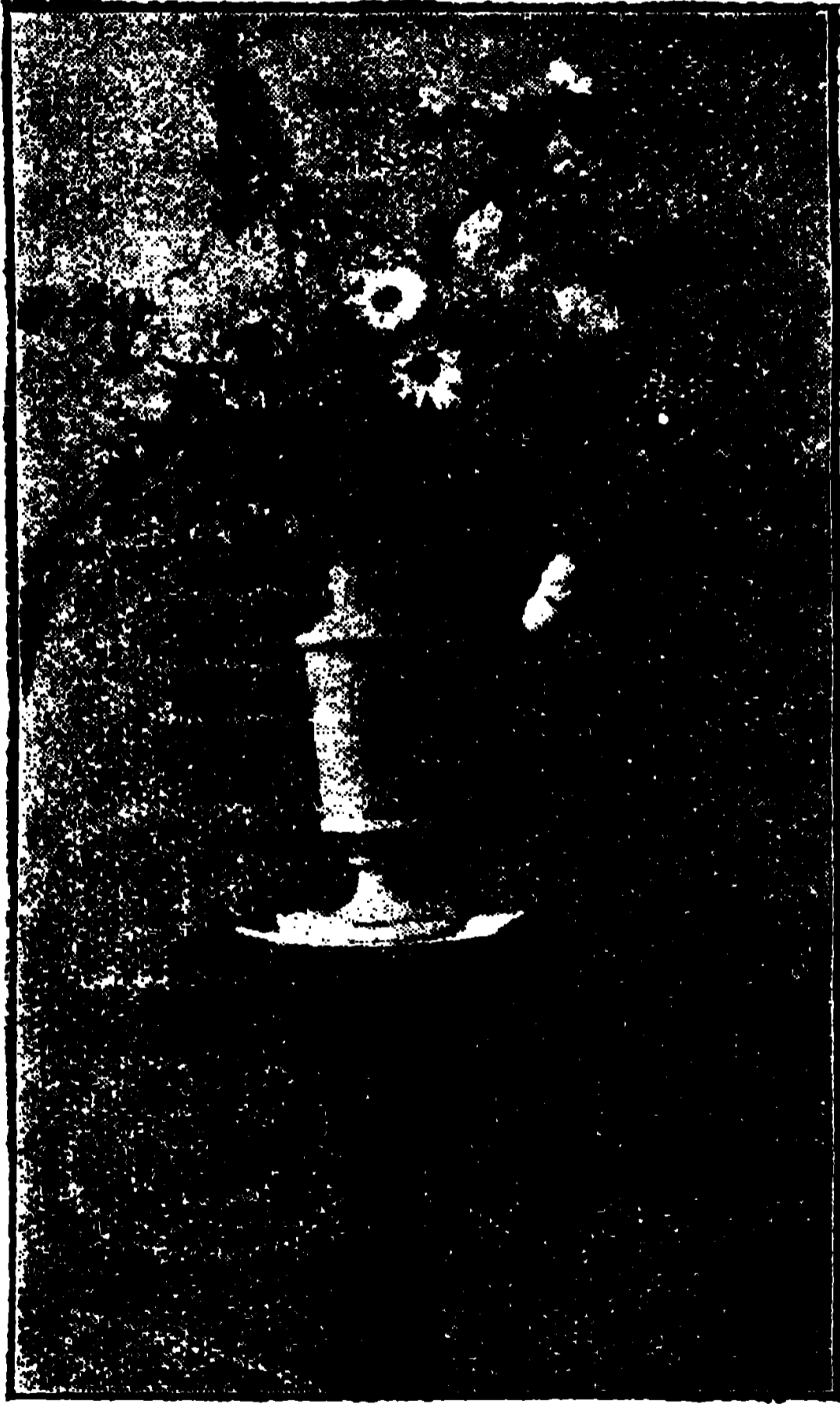
—না, আগে প্রজাপতি ধ'রবো পরে ফুল ছিঁড়ে আনবো।

—ফুল ছিঁড়ে, প্রজাপতি ধরে কি হবে?

—কেন বাস্কে বন্ধ করে রাখবো। ফুলগুলো আর বাস তার মধ্যে পেতে দেবো কেমন তারা আরামে

থা'কবে, খেলা ক'রবে, আমি মাঝে মাঝে খুলে দে'খবো।

তরুদি' আর মিস্ ইভান্স দু'জনে কি ইংরাজীতে কথা বললে তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না; শেষে দু'জনে একটু হেসে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার আশা ও নৈরাশ্র দু'ই সমান, দণ্ডের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কি জানি তাঁদের মনে কি দয়া হলো, আমার এত দিনের বাঞ্ছিত আশা ও কামনা সফল ক'রবার জন্ত আমায় হুকুম দিলেন "যাও বাগানে খেলে এস। কিন্তু দশ মিনিট বাদ ফিরে এসে ভাল ছেলের মতন অঙ্ক ক'সতে হ'বে।" মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এক দৌড়ে সেই বাগানে... ..



Lavender and White  
Budlia, Centaury, Artotis Grandis  
and Gypsophila.

সেদিন আর কি'রবে না, মন কত বদলে গেছে তবু আজও ফুল দেখে সেই আনন্দ হয়! ফুল দে'খতে কার

না ভাল লাগে? কে না ফুল ভালবাসে? আজ ফুলের বিচিত্র রং দেখে কত কথাই না মনে হয়! মনে হয় কে তোকে গভীর নির্জনে বসে গড়েছিল? কে তোকে ঐরূপ দিল? ফাগুনের প্রভাতে বসন্ত উৎসবে কে তোর অঙ্গে নানা বর্ণের পিচকারি মেরে স্নিগ্ধ শুভ্রবাসখানি চিত্রিত করে দিল? কোথায় সেই নীরব অজ্ঞাত কবি? কোথায় সেই শিল্পী, শাস্ত্রত মহান পুরুষ! \*তো'র কথায় আজ কি জানি বিরহিনী জানকীর পঞ্চবটী বনের কথা মনে পড়ে। \*আবার মাঝে মাঝে দণ্ডপ্রাপ্ত বক্ষের কথাও মনে আসে। \*ইন্ডের নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্পের কথাও মনে উদয় হয়। এক ফুল নিয়ে কল্পিত আর সত্যভাগা কি বগড়া না বাধিয়েছিল.....

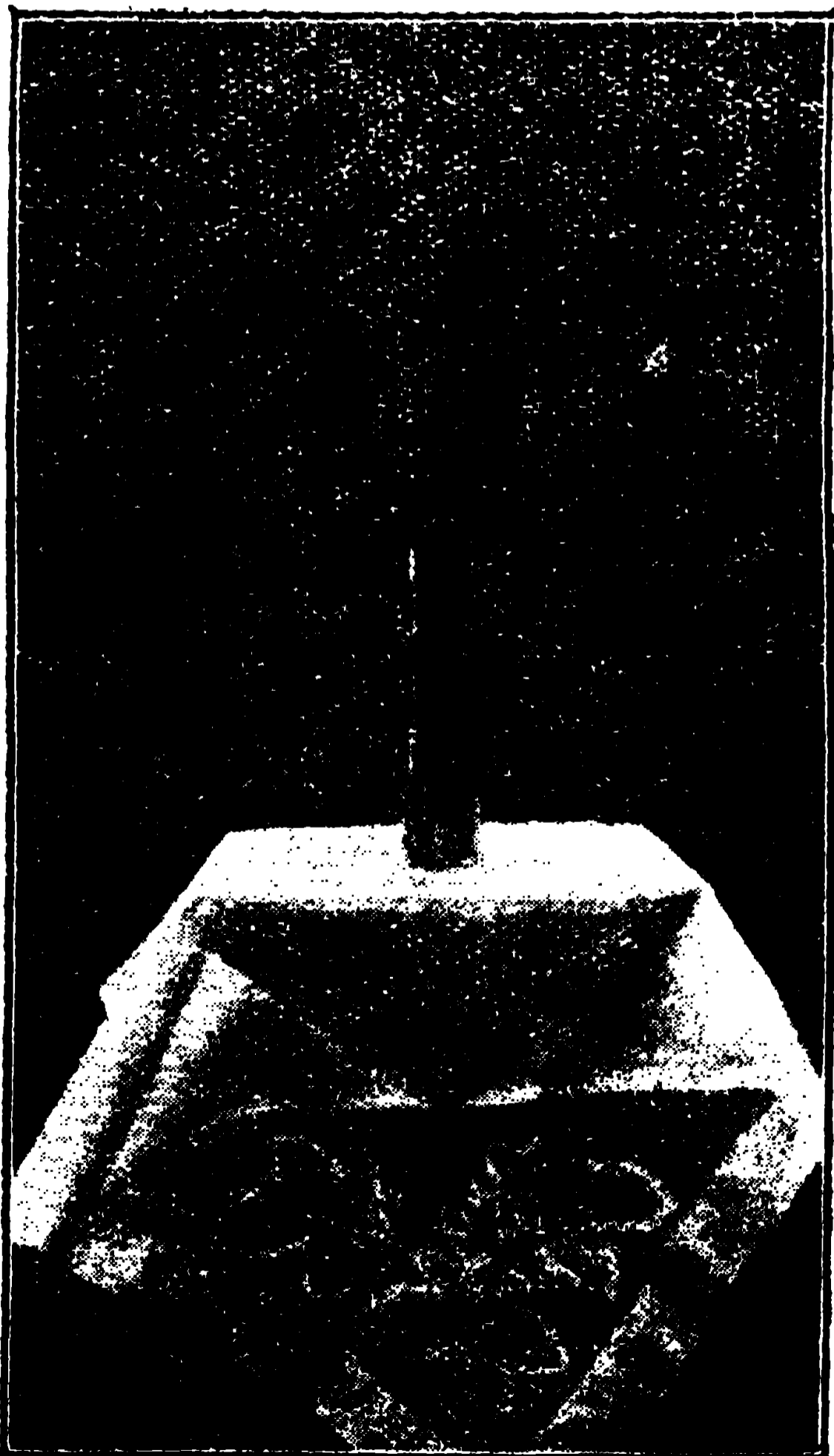


The Long stems of Budlia spray out  
from a glass block in the bottom  
of the Vase.

মনটা আমার কাব্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কবিতায়, ছন্দে, গল্পে, গাথায়, চিত্রে কোথাও তোমার প্রবেশ নিষেধ নাই। তোমার জন্ত সর্বত্রই অব্যাহত ষার, গৃহস্থের অন্তরেও তোমার অবাধ গতি, তুমি ধনী ও দরিদ্রের গৃহে সমান শোভা দাও—তুমি দেবতার চরণে ভক্তি অঞ্জলি রূপে দেখা দাও; ভক্তের সমস্ত হৃদয়ে সাধনা দাও। নব বধুর গলে উঠে তুমি দম্পতির শোভা বাড়াও। মৃত স্বামীর গলে উঠে তুমি স্নানহাসি হাস। তুমি যে কি তোমার বুঝতে পারি না!

যার সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, বনবালা সেও তোমার খোঁপায় গুঁজতে ছাড়ে না। ভীণ বালক তার কাল অঙ্গে প্রকৃতি দেওয়া সম্পদ ফুল পরে, কাণে দেয়; প্রিয়ার দিকে চেয়ে সরল হাসি হাসে; আবার বাঁশীতে মন দেয়।

মনের কথা আর তোমার কথা বলতে সারাজীবন কেটে যাবে তবু শেষ হবে না।



Jerboras

Grasses relieve and soften the effect.

কর্মজীবন শেষ হয়ে এসেছে। মহাজনের 'দপুর-খানা' থেকে অবসর পেয়েছি। নবীন যৌবন কোথায় ভেসে চলে গেছে। বার্ষিক্য গভীর মুখ নিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছে। বিগত যৌবনের প্রতি মমতা ও তাহার মধুর স্মৃতি আজও যায়-নি; সে যেন প্রাণপণে আমার হাত ধরে টানে।

রেল লাইনের ধারে আমার ছোট একখানি বাগান বাড়ী, মাঝে পুকুর। সেইটাই আমার ছোট ফুল বাগান। আমি এখন ভদ্র মালী। রাত্রে গাড়ীতে আমার নার্শারি থেকে রোজ ক'লকাতায় ফুল পাঠাই। সংসারের মধ্যে আমি একা, ঐ উড়ে মালীগুলো নিয়েই আমার সংসার—ফুলগুলিই আমার জগতের সম্পদ।

আরাম চৌকিতে বসে থাকি চোখের উপর দিয়ে গাড়ীগুলো ছন ছস করে চলে যায়। দূরের রেলের লাইন সাপের মত আঁকা বাঁকা হয়ে কোথায় ঐ দূরের পাহাড়টার পাশে গিয়ে মিশে গেছে। তপ্ত রোদ্দুরে ঝাপসা পাহাড়ের বনগুলো কেমন সবুজ হয়ে উঠে, বুলবুলি কেমন ডাকে, টেলিগ্রাফের তারে বসে কেমন ল্যাজ ছলিয়ে দোল খায়, শিস্ দেয়। গাছের ডালে পাখীর কেমন ডাকে। দূরের পাহাড়ে ক্ষীণ নদীর বালুচরের উপর কত বুনো পায়রা জল খায় দেখা যায়। আবার পুকুরে কেমন হাঁস চরে, পদ্মের পাশে খেলা করে।

আজও নানা বর্ণের ফুলের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি গাছের সরু সরু শাখা প্রশাখার মধ্যে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়—ফুলের মধু খায়—রেণু অঙ্গে মাখে, আমি দেখি আর ভাবি আজ সেই বালা কালের মত প্রজাপতি ধরার নেশা, ফুল ছেঁড়ার প্রবল ইচ্ছা, ব্যগ্র আকুল চাঁটনি কোথায়? সেই অতীত দিনের স্মৃতি জেগে উঠে গিস্ ইভান্সের আর তরুদি'র কথা স্পষ্ট হয়ে আসে। সংসারের আবর্তে পড়ে মনটার সব কল কল 'জং' ধরে গেছে, ঠিকরকম কাজ করে না। আজ ফুলকে দেখি প্রয়োজনের দিক দিয়ে—সে আমার কুটি যোগাড় করে, ব্যবসার যুগে তা'কে

অর্থকরী ইন্ধনরূপে দেখি ফুলকে দেখে ভাবি  
ক'টাকা দাম পা'ব !



Poppies interspersed with Artotis  
Grandis and Gypsophila.

ঋতুতে, ঋতুতে, বসুমতী কত পুষ্পসম্ভার নিয়ে  
আসে। আমার বাগানটার আকাশ বাতাস গন্ধে  
ভরে যায়, কর্মকুণ্ড মনটাকে 'চাঙ্গা' করে দেয়; প্রাণ  
আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। স্নান জ্যোৎস্না গাঁয়ের বাঁকে  
ফুলের মাঝে বসে বসে কিম্বায়। এই সব বসে দেখি আর  
চিন্তা করি, হায়রে! এই সুন্দর পৃথিবী একদিন ছেড়ে  
চলে যেতে হবে কত আশা-কামনা পূর্ণ হবে না। আজও  
সকালে বারাণ্ডায় বসে ঐরকম কোন একটা বিষয় নিয়ে  
ভাব'ছি এমন সময় 'ডাকওয়ালা' একটা চিঠি দিয়ে  
গেল। চিঠিখানা খুলে সবটা পড়লাম; একটু আশ্চর্য্য  
হয়ে গেলাম, সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন  
ফুল সাজান সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে।  
বিদ্যাদেবীর সঙ্গে অনেকদিন সম্বন্ধ ঘুচে গেছে, লেখার

কথা মনে হ'লে অঙ্গে জর আসে, কিছাই মাথা মুণ্ড  
লিখবো। মহা বিপদে পড়ে গেলাম; এ উপরোধ  
এড়াবার নয়। আকাশ-পাতাল ভেবেও কোন কুল  
কিনারা পাচ্ছিলাম না। যাইহোক বসে গেলাম কাগজ  
কলম নিয়ে। মহা বিপদে পড়ে গেলাম; সাপ লিখতে  
গিয়ে বেঙ হয়ে গেল। সারা সকালটা মাটি হলো;  
মেজাজটাও খারাপ হয়ে গেল। কাজকর্ম শেষ করে  
দুপুরবেলা বই নিয়ে বসে গেলাম পড়তে, নানাবই  
হাঁটকে একটা সুন্দর প্রবন্ধ পেয়ে গেলাম Treasure  
Chest থেকে R. E. R.য়ের লেখা কে.আর এ সুযোগ  
ছাড়ে! 'যৎদৃষ্টং তৎলিখিতং'।

আমাদের দেশে আছে ফুলের মালা গাঁথা, কিম্বা  
তোড়া তৈরী করা হয়। যুঁই বা বেলফুলের গোড়ে  
সেগুলি আদি যুগের প্রথায় মামুলি ভাবেই গাঁথা হচ্ছে।  
ফুলের তোড়াও 'তথইবচ'। আজকাল মার্জিত রুচি  
অনুসারে Garland, Button hole, তৈরী করা  
হয়। যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু দৌড়াতে হয় সাহেব  
পাড়ায়, করে অবশ্য বাঙ্গালীতে। ফুল সাজান দেখলে  
সত্যি হাসি পায়।

সাধারণত প্রায় দেখি একটা পিতলের ঘটিতে  
কিম্বা কাঁচের পুষ্প-পাত্রে গোটাকতক ফুল ডাল পাতা  
সমেত বেশ টেবিলে রাখা আছে, রূপ-সৃষ্টির দিকে  
বড় একটা লক্ষ্য নাই। এই সব বিষয় আমি  
কাহাকেও দোষ দিচ্ছি না কারণ এসব আমাদের পূর্বে  
ছিল না। যদিও বা ছিল সে ত্রেতা যুগে। তার চর্চা  
আমরা ভুলে গিয়েছি। অতীতের কথা চিন্তা করে; বৃথা  
গর্ষ ক'রে লাভ দেখি না। ভারতের সকল বিষয়ের নব  
জন্ম হয়েছে। ধর্ম ছাড়া সকল ব্যাপারে আমরা শিশু।  
তবে যদি বিদেশীর কাছে কিছু শিখতে হয় তা'তে  
আমাদের লজ্জা নাই।

জাপানে মেয়েরা পুষ্প-পাত্রে ফুলের রূপ-সৃষ্টি বিষয়  
বিদ্যা শিক্ষার মত অভ্যাস করে, এবং প্রত্যেক গৃহস্থের  
মেয়েকে ঐ বিষয় ভাল করিয়া শিখান হয়। তাহারা  
মনের মতন ফুল সাজানোর জন্ত কত সময় নষ্ট করে।  
সে যাইহোক আমি আমাদের মেয়েদের জুত সময় দিতে

বল'ছি না, তবে সামান্য মনোযোগ দিলে ক্ষতি হয় না।

আমি সাজানটা বলবো ইংরাজী কায়দায় সুতরাং ফুলগুলি সব হ'বে বিলাতি ; দেশীভাবে দেশী ফুল দিয়ে সাজাতে হ'লে একটু বিচার করে দেখতে হ'বে কোনটা কেমন খাটে। সমস্ত অঙ্গ সৌষ্ঠবটা এবং রূপ সৃষ্টি শিল্পীর উপরে নির্ভর করে। যাক কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট করেছি। এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'বার সম্ভাবনা দেখছি, আরম্ভ করি ; মালীরা ফুল চাষ করে, ফুল বাঁধে, গাঁথে ও 'ফুলদানি' সাজিয়ে দেয়। ফুল নিয়ে তা'দের কারবার। সুতরাং আমাদের প্রায় ধারণা হয় যে এ বিষয়ে তারা খুব বুঝে কিন্তু তা নয়। যার রং মিশানোর নজর, মার্জিত রুচি, সূক্ষ্ম জ্ঞান, আর শিল্পীর মত প্রাণ আছে সে ঐ কাজ ভাল পারে। তা'তে মালী আর বাবুতে কিছু আটকায় না।

অনেকগুলি নানারংয়ের ফুল একজায়গায় পাতা আর ফাৰ্ণ দিয়ে তোড়া বাঁধলে তোড়া হয় না। দেখলে সেটাকে এক অদ্ভুত রঙ্গিন ফুলের সমষ্টি বলে বোধ হয়, ফুলদানির বেলায়ও ঐ এক নিয়ম খাটিতে পারে।

কম রং ব্যবহার Poster Painting ইত্যাদিতে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির দিকে অত্যন্ত সাহায্য করে। সুতরাং পাকা শিল্পী ঐদিকে বেশী লক্ষ্য রাখেন। পুষ্প-পাত্রে সাজানোর সময় যত কম রকম আর কম রংয়ের ফুল ব্যবহার করিতে পারিবেন রূপ তত বাড়বে। সুতরাং ভাল ফুল সাজান কায়দা হচ্ছে সরলতায়, জটিলতায় নয়।

একটা ফুলদানিতে চার পাঁচ রকম ফুল না রেখে একটা পুষ্পগুচ্ছ কিম্বা পাতা কুঁড়ি ডালগুচ্ছ গোলাপ ; অথবা ছ' পাঁচটা, ছ' এক রঙ্গের গোলাপ রাখলে চের বেশী সুন্দর দেখায় এবং মার্জিত রুচির পরিচয় দেয়।

লম্বা সরু পুষ্প-পাত্রে আমাদের বরের তোড়া দিলে কি অদ্ভুত দেখায় ! যেমন আধার তেমন ফুল সাজাতে হ'বে। ছবিটায় দেখুন কিভাবে সাজান আছে।

ঐ রকম আধার হলে বড় ডাঁটা রেখে ফুল কেটে সাদাসিধাভাবে রেখে দিলে বেশ সুন্দর দেখা'বে।



Ground Orchids

The beauty of line is due to the long stems.

অধিকন্তু যদি ছ'চার প্রকার ব্যবহার করিতে চান তবে এক জাতীয় এক রঙ্গের বেশী ফুল ব্যবহার করুন আর তা'র মাঝে-মাঝে অল্প ফুল ছ'একটা ব্যবহার চলিতে পারে ; তবে প্রয়োগটা সূক্ষ্ম দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে, সামঞ্জস্য অভাবে শিল্প সৃষ্টির পতন হয়।

বড় কাঁদল ফুলদানি (Bowl) তার মাঝে Corsopsis আর Corn flowers যেমন রংদার মানানসই হয়, ঠিক তেমন গাঁদা (Marigolds) আর নীল Lupinsতে হয়। কি রঙ্গের পর কি মানাবে সেটা শিল্পীর দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে এবং তার জ্ঞান সে সম্পূর্ণ দায়ী।

Gypsophila বা Baby's-breath ফুলের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মনোরম পল্লবের পুষ্পিত আগাগুলি অল্প

ফুলের সঙ্গে প্রয়োগ করা হইলে সে আপনাকে বিলাইয়া অল্প ফুলগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সাদা Antigonon গন্ধপূর্ণ ফুলগুলি পুষ্প-পাত্রে এবং বিশেষ বড় তোড়ায় সৌন্দর্য্য আনে। বড় Bowlতে ফুল সাজিয়ে মাঝে মাঝে ব্যবহার করলে রূপ ও গন্ধের সঙ্গে বেশ মিল রেখে শিল্পীর গৌরব বাড়ায়।

ভাল করে ফুল সাজাতে হ'লে বহু রকমের পুষ্প-পাত্র প্রয়োজন হয় তবে সেগুলি যে খুব দামী হওয়া দরকার এর কোন মানে নাই। সস্তা দামে বেশ সুন্দর চিত্র-বিচিত্র চিনে মাটির আর পিতলের ফুলদানি পাওয়া যায়। টেবিলে রাখবার অল্প নীচু, বেশী বড় নয় ফুলদানি ভাল, কারণ ফুলগুলি যেন খুব বেশী উঁচুতে উঠে না যায় ঐটা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। নীচু বড় মুখের পুষ্প-পাত্রে (Bowl) ফুল সাজান অত্যন্ত শক্ত কিন্তু সে দায় হ'তে উদ্ধার পাওয়া খুব সহজেই যায়। পুষ্প-পাত্রের নীচে জলের মধ্যে কাঁচের ছেঁদাওয়ালী একটা 'ব্লক' রাখলেই কিম্বা একটা তারের জাল ফুলদানির উপরে রেখে দিলেই কোন কষ্ট হয় না।

দামী ফুল হ'লেই যে খুব সুন্দর হবে আর সৌন্দর্য্যের দিকে খুব সহায়তা করবে এরও কোন কারণ নাই। দামী ফুল যে রূপ সৃষ্টির একান্ত সহায়-সম্বল তা মোটেই নয়। আমাদের দেশের সাধারণ ফুল যা সচরাচর বাগানে পাওয়া যায় তাই একটু ভাল করে সাজালে খুব চমৎকার দেখায়। সোনালী Tecoma গুল্ল মাঝারি উঁচু ফুলদানিতে রাখলে হঠাৎ পত্রবিহীন Daffodils পুষ্পগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পত্রবিহীন অবস্থায় ঐ ফুলগুলি অনেক দিন ভালভাবে থাকে। এই ফুল চাষে বেশী কষ্ট নাই আর বেশী তদারকের প্রয়োজন হয় না; গরম দেশে বেশ ভালই হয়। যখন বাগানে গাছে কোন ফুল থাকে না তখন সে গাছে ফুল ভরা।

Quisqualis (Rangoon Creeper) ফুল চাষে তত হান্নামা নাই, সেও Tecoma ফুলের মত কষ্ট

সহিষ্ণু আর তার চেয়ে অনেক সুন্দর। নীচু ফুলদানিতে সাজালে ভারি সুন্দর দেখায়।



Roses and Baby's Breath.

Plumbago (Blue Emma) বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কাজে অত্যন্ত সহায়তা করে, বেড়ার ঈষৎ নীল আর হলুদ মিশান ফুলগুলি যে কি সুন্দর দেখায় কি আর বলবো! একদিকে ফুল গাছ অল্পদিকে বেড়া।

Duranta ফুল গাছ প্রায় ভারতের সকল ফুল বাগানে দেখা যায়; তারা বাগানের সৌন্দর্য্য বাড়ায়, ওর ফুলগুলি সহজে নষ্ট হয় না গাছে অনেকদিন থাকে, মাঝে মাঝে হলুদ ফলভারে নত গাছগুলিকে দেখলে কেমন মনে আনন্দ হয়; তা'রা যেন নিজের রূপ নিজেই সৃষ্টি করতে ব্যস্ত।

উৎপন্ন পুষ্পগুলির মধ্যে Zinnias, Chrysanthemums, আর Asters ফুল অল্প ফুলের অপেক্ষা অনেকদিন টাটকা থাকে। গোলাপ আর Lilies ফুল প্রত্যেকে পছন্দ করে; যেমন গন্ধ তেমন রূপ কেন

ভালবাসবে না বল ! Pansies আর Violet নীচু ফুলদানির জন্ম, Phlox, Pinks, Sweetpeas. মাঝারি উঁচু পুষ্প-পত্রের জন্ম, আর Larkspur, Snapdragon ঢেঙ্গা ফুল-আধারের জন্ম ব্যবহার করা যায় । এখন ইচ্ছামত নিজের কায়দায় সাজান ।

ফুলদানি সাজিয়ে দেখা গেল ফুলগুলি শুকিয়ে পড়ছে । ফুলের এই মুহূর্ত অবস্থা দেখলে শিল্পীর মনটা ভেঙ্গে যায় ; এই হতাশের হাত থেকে এড়াবার জন্ম সুপ্রশস্ত উপায় হচ্ছে ফুল বিকালে অথবা সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডার বেশ ধারালো ছুরি দিয়ে একটু ভাল রেখে বাঁকাভাবে কাঁটেতে হবে, তারপর সাজালে কোন গোল হবে না । ঐভাবে কাটার মানে ডাঁটাটার অনেকটা জলে বেশ ডুবে থাকবে তা'র ভেতরে জল প্রবেশ করবে, সহজে শুকাবে না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বেশ ভালভাবে Block বা তারে বসবে আর তারের ভিতর দিয়ে জল বিনা বাপায় যাবে । কাটা জায়গা ছুরি দিয়ে চেঁচে দিলে ফুল বেশ সহজে জল টানতে পারে । ফুল কেটে সারারাত জলের বালতিতে ডুবিয়ে রাখবেন । কিন্তু সব ফুলের বেলায় ঐ নিয়ম খাটে না । অনেক ক্ষেত্রে খুব সাবধান হতে হয় যেমন Snapdragons, Sweetpeas ইত্যাদির বেলায় ।

ঐ সব ফুলে বেশী জল লাগলে ফুল 'মাটি' হয়ে যায় । Gardenias, Lilies ফুলের পাপড়িতে যেন জল না লাগে কারণ বেগানে জল পড়বে সেইখানে দাগ ধরবে । জলে দেওয়া ফুল অনেক সময় গাছের ফুলের চেয়ে ভাল দেখায় । Poinsettias আর ঐ জাতের অন্ত ফুলে একরকম ছধের মত জিনিষ আছে সেইটি বজায় রাখবার জন্ম গাছ থেকে ফুল কেটেই অল্পক্ষণের মধ্যে গরম জলে ডাঁটার ছয় ইঞ্চি পরিমাণ ডুবিয়ে দিতে হবে এবং সেইভাবে কিছুক্ষণ রাখলে

ছধ পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাকি রসটা বহুদিন পর্যন্ত থেকে ফুলকে সতেজ রাখবে ।

লেখাটা শেষ করে খামে পুরে চেয়ে দেখি Black prince গোলাপটা আমার দিকে গর্কভরে মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে ; লজ্জাবতী লতার দিকে মুখ ফিরে তাকাতেই সে মুচুকে হেসেই লজ্জায় মাথাটা নীচু করে রইল । টাপা দূরে ছিল, তার পীত রঙ্গের সাড়ীটার আঁচলটা বেশ সামলে নিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, “দাছ আমরা বকি তোমার কেউ নয় ? বিলাতী ফুলের কথা বলতে খুব ব্যস্ত যে ! ব্যাপার খানা কি ?”

—না দিদি তা নয় বিদ্যায় কুলায় না ।

—বেশ ! বেশ !

—অভিমান করলি দিদি ?

বাগানের শেষে পাঁচিলের কোণায় কনকচাপা য়ান মুখে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল ; অনাদৃত হয়ে সেই কোণায় তার দিন কাটে ; আমার কাছে তার অভিযোগ, আবেদন কিছুই নাই । সে নীরব । তার এই নীরবতাব আমায় সময় সময় অগ্নমনস্ক করে তোলে, তখন মনে মনে বলি তোমার স্থান ভৈষজ্যাশাস্ত্রে, মানবের কল্যাণের হেতু তোমার জন্ম ।

আজকাল বসে থাকি আর ঐ পুষ্পের নীরব অভিমানের কথা ভাবি ; মেঘের প্রতি তা'দের আকুল চাহনি, নিবেদন আর বায়ু স্পর্শে তা'দের শিহরণ দেখি । অদূরের লাল অথবা নোলক চলিয়ে বললে ‘দাছ আছ বেশ !’

কোন কথার উত্তর দিতে পারি না, চুপ করে থাকি আর ভাবি আনি আছি বেশ না তোরা !

Photos by H. O. Toomy.

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ।

# ইতিহাস ।

## জোয়ান্ অব্ আর্ক (৩)

রাজ্যাভিষেকের পর জোয়ান গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু সেনানায়কেরা এবং সৈন্যেরা উত্তেজিত হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যেন তিনি যে বিজয় গৌরবে তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহাতে আরো কিছুদূর তাহাদিগকে অগ্রসর করেন। তাহাদের অনুরোধের তিনি প্রথমে কোন সঠিক উত্তর দেন নাই, অবশেষে তিনি তাহাদের জানান যে যদি তাহারা উত্তরাভিমুখে Paris এর পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হয় তবে তিনি সম্পূর্ণ রাজ্ঞী আছেন। পুনরায় ভীক Charles যাত্রা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন জোয়ান অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া যাত্রায় সম্মত করাইলেন কারণ তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। জোয়ানের দ্বিতীয় অন্তরায় হইল মন্ত্রণা-পরিষদের দীর্ঘসূত্রতা কারণ তাহারা বিলম্বের পক্ষেই ছিল, যতদিন না ইংরাজ-পক্ষের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বন্দোবস্ত হয়।

জোয়ান তাঁহার ধৈর্য্যগুণে ও তাঁহার যুক্তির দ্বারা তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া আপনার মতে লওয়ান। পরে সৈন্যেরা উত্তর পথ ধরিয়া প্যারি অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু এইটি অরলিয়ান্সের বিরুদ্ধে অভিযানের মতন সমরযাত্রা নহে; এবং বাহিনীদলও তজ্রপ নহে। সমরবাহিনীর সকল নৈমিত্ত সাময়িক প্রার্থনা দ্বারা পূর্বার্জিত পাপ স্বাধীন করিয়া সেই কালের জন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং কোন প্রকার কুঅভিসন্ধি মনে ঠাই দিবে না বলিয়া ঠিক করিয়াছিল। সৈন্যদলের সকলেই যে ঐরূপ নিষ্পাপ ছিল এমন নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকের নাস্তিকতা চৌর্য্যবৃত্তি, লুণ্ঠন চেষ্টা এবং আরো অনেক প্রকার গুরুতর দোষ ছিল। ইহাই সৈন্যদলের মনের মেরুদণ্ডে আঘাত করিয়া পঙ্গু করিয়া দেয় এবং এই বিষ-বৃক্ষগুলির জন্ত জোয়ান অত্যন্ত পীড়িত ও মর্মান্বিত ছিলেন।

তথাপি তাঁর সকল আশা জয়যুক্ত হইল; সহরের পর সহর, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম যাত্রার পথে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। শেষে কেবল মাত্র ফ্রান্সের রাজধানীটি উদ্ধার করিতেই বাকী রহিল। বীর্য্যহীন নৃপতি শেষ কার্যের পথে অগ্রসর হইতে বিমুখ হইতে লাগিলেন। জোয়ান তাঁহাকে কার্যক্ষেত্রে আসিবার জন্ত দূতের পর দূত, সংবাদের পর সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই নিস্তেজ বৃত্তি ও আক্রমণে বিলম্ব দেখিয়া ইংরাজ পক্ষে এক নূতন শক্তি দেখা দিল, তাহারাও মাথা নাড়া দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অত্মদিকে জোয়ানের পক্ষে উত্তম ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। St. Honore ফটকের পাশের গড়ের নালার মৃত্তিকা স্তরের উপর হইতে সাময়িক প্রখালুযায়ী পূর্ণ উৎসাহে আশা ও উত্তমে বলীয়ান হইয়া জোয়ান প্রথম সহর আক্রমণ করিলেন। শেষ আক্রমণের সময় যখন তাহারা পরিখা পার হইয়া প্রায় দেওয়ালে উঠিয়া পড়িয়া ডিঙ্গাইয়া অপর পারে পড়িবে ঠিক সেই সময় একটা তীর আদিয়া জোয়ানের জঙ্ঘায় লাগিল। সেই আঘাতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিগম চাঞ্চল্য ও ভীতির প্রভাব দেখা গেল এবং সকলে মুহমান হইয়া পড়িল; মস্তক অভাবে যেমন দেহের কোন মূল্য নাই সেইরূপ জোয়ানের পতনে তাহারা প্রতিপাদবিক্ষেপে নিজেদের শূন্য বোধ করিতে লাগিল। জোয়ান মাটীতে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন, অজ্ঞাঘাতের বেদনার অহির হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। স্বপস্থিদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ‘আক্রমণ কর! জয় অবশ্যস্তাবী! ক্ষেদ, ভীকতা নিস্তেজতার ভাব এই সকলই কাপুরুষতার লক্ষণ! আমি এক রাজধানী জয় করিব নয় মরিব! যাও অগ্রসর হও!’ কিন্তু বহুক্ষণ



যুদ্ধ করা সঙ্গেও কোন সুফল না দেখিয়া, সৈন্যাদ্যক্ষ পিছু হটবার আজ্ঞা দিলেন। জোয়ান অধৈর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত না জয় হয়, রাজধানী দখল করা যার আমি এ স্থান ত্যাগ ক’রবো না! কেন তোমরা বিরামের হুকুম দিলে? যাও! ভীকু কাপুরুষের দল আগাও……”

প্রধান সেনানায়ক বলপূর্বক তাঁহাকে সেই স্থান হইতে লইয়া গেলেন। “……কেন আমায় নিয়ে যাচ্ছ? দেশ দখল করা যেত, জয় আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে ছিল!”

পরদিন তিনি পুনরাগমনের জন্ত আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় রাজা নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন। রাজধানী লাভ করিবার জন্ত যে সেতু নির্মাণ তাঁহার সেনানায়কেরা করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করা হইল এবং শত্রুপক্ষের সহিত বহু কালের জন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইল। তাহার পর রাজা সৈন্যদল অপসারিত করিলেন। ছাউনিগুলির দ্রব্য সম্ভার গাড়ীতে বোঝাই দিয়া লোকজন সকলে সজ্জিত হইয়া দেশ যাত্রায় প্রস্তুত হইল। সমগ্র দেশটা জোয়ানের হাতের মুঠার মধ্যে ছিল, শত বৎসরের সময় তাঁহার পদতলে দলিত ছিল, তাঁরই ইচ্ছিতে সমগ্র দেশের প্রজা, সৈন্যসকল উঠিতে বসিতেছিল। রাজাই সেই ক্ষমতা নষ্ট করিলেন সুতরাং জোয়ান যে মর্মান্বিত ও উৎসাহহীন হইলেন ইহা আদৌ আশ্চর্যের কথা নহে

রাজার নিকট গৃহে ফিরিবার জন্ত হুকুম প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। আট মাস কাল তাঁহাকে মর্মান্বিত হইয়া রাব্দরগারে বাস করিতে হইয়াছিল। তথাপি ফ্রান্স উদ্ধারের চিন্তাই তাঁহাকে জীর্ণ করিতেছিল। যখন তাঁহার এই কয়েদী জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত তখন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুদের উপর মাঝে মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, এইটুকু মাত্র স্বাধীনতা তাঁহার তখনও ছিল। ইহা তাঁহার ক্ষুধ ভারাক্রান্ত প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিত। কোন এক আক্রমণে Burgundianরা Compiègne অবরোধ করিতেছিল, তিনি এই আক্রমণে ছয় শত

ঘোড়সোয়ার লইয়া অগ্রসর হন এবং আপন সৈন্যদের উৎসাহ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করেন। এইটা তার শেষ যুদ্ধ, শত্রুশিবির কৃতকার্যতার সহিত তিনবার আক্রমণ করেন।

কিন্তু শেষ আক্রমণে যখন তিনি শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন ঠিক সেই সময় একটা গুজব রটিল যে তিনি আহত হইয়া মৃত্যুর করালগামে পতিত হইয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র সৈন্যদল দমিয়া গেল এবং তাহারা ভীত হইয়া কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তিনি এবং তাঁর কতকগুলি চির বিশ্বস্ত শিষ্য পলাতক সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধে হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। শত্রুরা তাঁহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। অবশেষে জোয়ানকে অশ্ব হইতে নামাইয়া লইয়া সহচর সমেত বন্দী করিয়া Duke of Burgundyর তাবুতে লইয়া গেল। জোয়ান ও তাঁহার সজ্বকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরাজ সেনাপতি এবং Burgundian অধিনায়কেরা এত বেশী মাহলাদিত হইলেন যে পাঁচ শত যোদ্ধাকে বন্দী করিলেও তত আনন্দিত হইতেন না। জোয়ানের বন্দীত্বের সংবাদ ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে একটা বিশেষ আঘাত দিল; তাহারা যেন ভাসিয়া পড়িল। জোয়ানকে যে কেহ বন্দী করিতে পারে এ চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। ইহা কি সম্ভব যে ফ্রান্সের মুক্তিদাতৃ বন্দী? এ কথা ভাবিতে যে তাহাদের বড় ব্যথা লাগে, সহজে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর কি এমন দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারেন?

ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে একজনও জোয়ানকে উদ্ধার করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, এমনকি কাহারও গলাটাও পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহারা যে ঐ কার্যে সাহায্যক্ষম এমন নহে; সত্য সত্যই যেসকল সহর তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন সেইসকল সহরবাসীরা তাহার জন্ত দুঃখ করিল এবং অনেকে কাঁদিল; টুরে জনসাধারণ শোকাচ্ছাসে নগ্ন পদে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু সৈন্যেরা কিম্বা রাজা যাহাকে তিনি রাজসম্মানে মুকুট পরাইয়া অভিষেক করাইয়া

সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং যে নৈত্তেরা তাহাকে এত সম্মান করিত, দেবী বলিয়া ভাবিত, তাহারা কেহই জ্যোয়ানের উদ্ধারার্থে একটুও তৎপরতা দেখাইল না।

তাঁহার জীবন লেখকদিগের মধ্যে একজন এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে জ্যোয়ানের উপস্থিতিতে ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাহাদের ভীকতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া সংসাহস ও বদান্ততায় পরিণত হইত। যখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও মন্ত্রমুগ্ধকারী শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইত, তখন তাহারা পুনরায় আতঙ্কসাগরে নিমজ্জিত হইত, পুরুষানুক্রমে যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহা এড়াইতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের অবজ্ঞার জ্ঞা জ্যোয়ানের মুখ হইতে একটাও কথা বাহির হইল না। এমনকি একটা দীর্ঘশ্বাস বা ক্ষেদোক্তি বাহির হইল না। Burgundianরা তাহাকে পাঁচমাস ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে ইংরাজরা কিম্বা ফরাসীরা মোটা কিছু অর্থ লইয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে আসিবে এবং সেই অর্থ তাহাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়া যাইবে। এই আবদ্ধ অবস্থায় জ্যোয়ান দুইবার বন্দীশালা হইতে পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দুর্গের একটা নাটফুট উচ্চ কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর জ্যোয়ান শুনিলেন যে Compiegne পুনরায় আক্রান্ত হইয়াছে। শত্রুপক্ষ জয় করিতে পারিলে সমগ্র দেশটা ছারখার করিয়া রক্তে ভাসাইয়া দিবে। জ্যোয়ান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বদেশবাসীর জ্ঞা প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এবং যে কোন উপায়ে বন্ধনমুক্ত হইয়া দেশ রক্ষা করিতে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গভীর রজনীতে বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া তাহাধারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া সেই উচ্চ কক্ষের বাতায়ন হইতে নীচে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, মধ্যপথে রজ্জু গবাক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া গেল, জ্যোয়ান ভূতলে পতিত হইলেন। যখন তাহাকে উঠান হয় তখন তিনি হতজ্ঞান; আঘাত গুরুতর হওয়াতে তিনদিন তাঁহার চৈতন্য ছিল না।

Duke of Burgundy ইংরাজদিগের কাছে জ্যোয়ানকে বিক্রয় করিলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও ফরাসী জাতি মুখ খুলিল না এবং রাজাও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আধুনিক দিনে কোন দেশেই জ্যোয়ানের স্মৃতি-বার্ষিক দিন ইংলণ্ড অপেক্ষা গৌরব ও সম্মানের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। এমন কোন ইংরাজ নাই যিনি জ্যোয়ানের শোচনীয় মৃত্যুতে দুঃখিত হন না যাহার মূলে তাহারই জাতি ছিল। কোন শত্রুপক্ষই তাঁহার মত ভয়ঙ্কর নেত্রীকে জীবিত রাখিতে বাদে সম্মত হন নাই! যাহাই হউক না কেন, ফরাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর জ্ঞা অধিক পরিমাণে দায়ী।

ইংরাজরা তাঁহাকে Rouenএ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া একটা বন্য পশুর মত লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুটিরে রুদ্ধ করিয়া দিল। ইহাও নাকি তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে পিঞ্জরের সহিত লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা হাত পা এমনকি গলা পর্যন্ত বন্ধন করিয়া রাখিল। এইভাবে দেড় মাস রাখিবার পর তাঁহাকে দুর্গের একটা অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী করিল। তথায় দিনে তাঁহাকে একগণ্ড বড় কাঠের সহিত লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা হাত ও পায়ে বেড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখিত এবং রাত্রিতে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত পাছে তিনি পলায়ন করেন। তাঁহার স্বাধীন মন এই লৌহ শৃঙ্খলগুলিকে কি স্বপ্নার চক্ষেই দেখিত! নির্জন কারাবাস সহ করা কি কঠিন! তাঁর বন্দী জীবনে পাঁচজন অসভ্য অশিক্ষিত অঙ্গ শস্ত সজ্জিত সৈন্য সর্বদা তাঁর কাছে থাকিত, তাহাদের মধ্যে দুইজন দরজায় পাহারা দিত। ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এত দুঃখভোগ, এত অপমান?

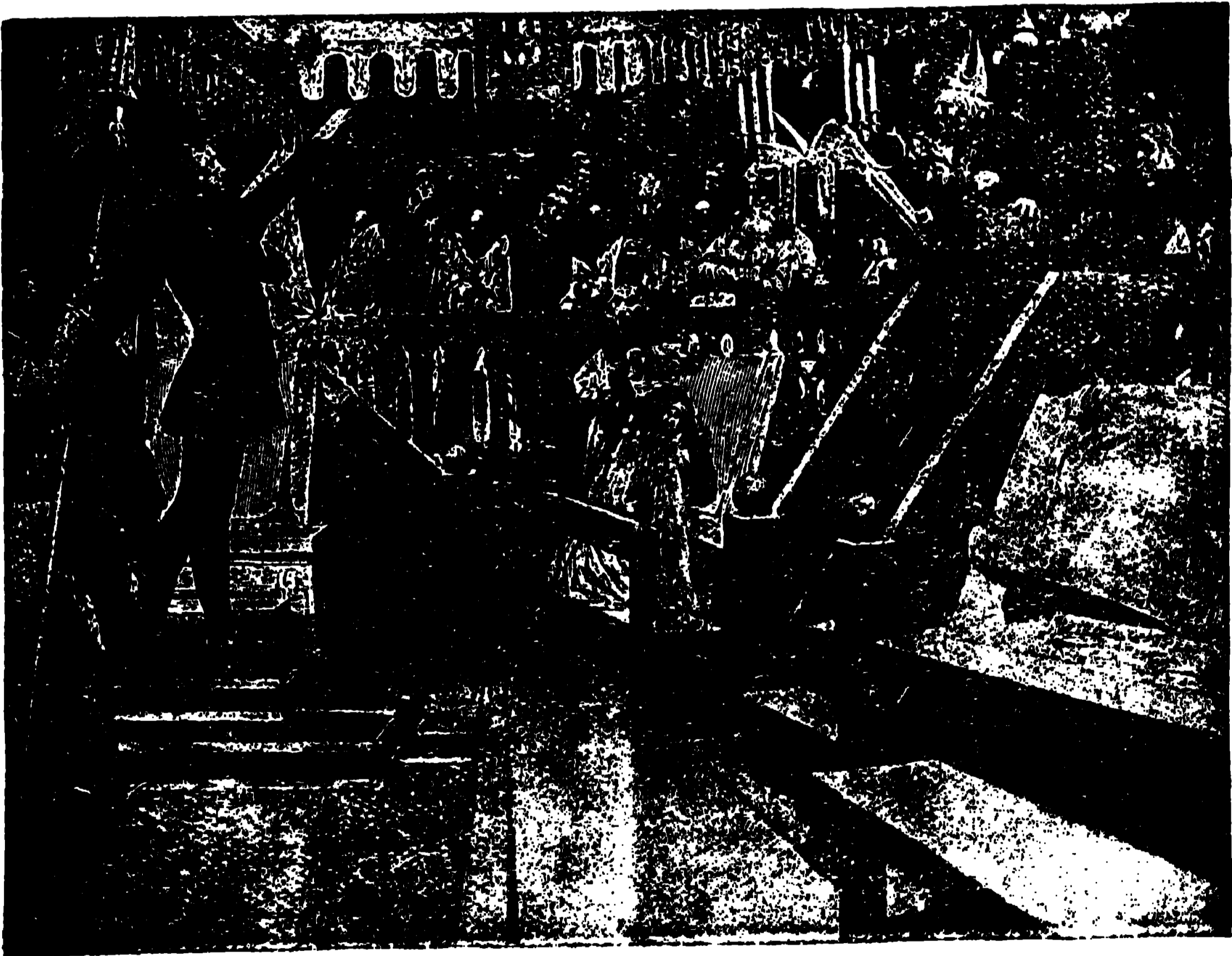
জ্যোয়ান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শত্রুরা শান্তিতে নিদ্রা যায় নাই; সদাই তাহাদের আতঙ্ক! কখন কি ঘটে! সুতরাং তাঁহাকে বধ করা একান্ত প্রয়োজন হইল। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফরাসী জাতিকে উদ্দীপিত করিতে চাহিল না। তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মস্তকে এমন দুর্গাম ও দোষ চাপাইয়া

দিবে যাহাতে মৃত্যু দণ্ড ছাড়া কোন দণ্ড দেওয়া যায় না তখন তাঁহার নাম গুনিয়া লোকে মুখ ফিরাইবে। কিন্তু এইরূপ নির্দোষীর স্বক্ষে এত বড় একটা দোষ চাপান সহজ বা স্বল্পায়ত্তলক ব্যাপার নহে। সৈন্ত অধিনায়ক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার চরিত্রও নিরুলক। অতএব তাঁর ধর্ম বিশ্বাসে কোন ক্রটি দেখাইয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার একমাত্র ক্ষীণ আশা তাহাদের পাপ কলুষিত মনে সাস্তনা দিল।

দণ্ডের পূর্বে একদিন তিনজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাঁহার সেই অন্ধকূপ বন্দীশালার কারাকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, “যদি আর যুদ্ধ করবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর তবে তোমায় মুক্তি দিতে

পারি।” এতদিন সঙ্গীহীন অবস্থায় কয়েদ থাকিয়াও তাঁহার তেজ ও বীর্য কমে নাই। সেই শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন এবং বলেন—এই দেহ! আমার হাত পা এই দেখ! বেড়ী আর শিকল, এরা তোমাদের চেয়ে আমার ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে, আমার কপালে কি আছে আমি জানি। ইংরাজরা আমায় মেরে ফেলে ফ্রান্স পাবে—এই তাদের ধারণা—আমাকে মারলেই সব নিষ্ফল হয়; কিন্তু সেটা হবে না—তাদের শক্তি বেশী হলেও কিছুতেই রাজ্য জয় করতে পারবে না আমি বলে যাচ্ছি……”।

ইহার দুই মাস পর অর্থাৎ সাত মাস নির্জন কারাবাসের পর তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল।



THE TRIAL OF JOAN OF ARC

## বিদেশীর বিনয় ।

পুণ্যভূমি আরবের মদিনা নগরে,  
পবিত্র ভক্তনালয় চারু শোভা ধরে ।  
দলে দলে কত শত সাধু মহাজন,  
দিবানিশি যায় সেথা করিতে ভজন ।  
তথায় বিদেশী এক দীনহীন বেশে,  
প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকে দ্বারদেশে ।  
নমাজ পড়িতে কেহ প্রবেশিলে ঘরে,  
আঙুলিয়া সযতনে পা-তুখানি ধরে ।  
নিকটে সঞ্চিত আছে কলসীতে জল,  
তা'দিয়া ধুইয়া দেয় চরণ যুগল ।  
না যায় ভক্তনালয়ে, না পড়ে নমাজ ;  
ভাবে সবে মনে মনে এ কেমন কাজ ।  
কেহ বলে পাগলের এই কাজ সাজে,  
দূর করি দেও ওরে, যা'ক অশু কাজে ।  
কেহ বলে মোর ভাই হেন মনে লয়,  
কাফেরের গুপ্তচর এই জন হয় ।  
অপরে বলিছে ইথে নাহি কিছু আনু  
ধবর লইতে হেথা করে নানা ভাণ ।  
অবশেষে এই মত হইল সবার,  
ধাইল সকলে তারে করিতে প্রহার ।  
প্রাণভয়ে দ্রুতপদে বিদেশী পলায়,  
উপনীত মহম্মদ ছিলেন যথায় ।

মহামতি হজরৎ পুরুষ প্রধান,  
করিলেন অভাগারে অভয় প্রদান ।  
ক্ষুণ্ণমনে শিষ্যগণ ছুটিয়া আসিল,  
সবিনয়ে সব কথা প্রভুরে কহিল ।  
শুধালেন হজরৎ মধুর বচনে,  
“কেন বাছা, মতি তব হেন আচরণে ?  
কি হেতু ভক্তনালয়ে কর না প্রবেশ ?  
নমাজ পড় না কেন কহ সবিশেষ ।”  
বিদেশী বলিল, “প্রভু করি নিবেদন.  
অধম পাতকী আমি অতি হীন জন ।  
পরম পবিত্র ভূমি ভক্তন-আলয়,  
প্রবেশ করিতে সেথা মনে লাগে ভয় ।  
সারি দিয়া নমাজ পড়িছে সাধুজন,  
কেমনে দাঁড়াব সেথা, হেন অভাজন ?  
সে কারণ তাঁহাদের চরণ যুগল,  
ধোয়াইয়া করি আমি জীবন সফল ।”  
শুনিয়া এ হেন বাণী হরষিত মনে,  
কহিলেন হজরৎ প্রীতি সম্ভাষণে ।  
“বিনয়ে পরম পুণ্য খোদার বচন,  
বিনয়ের অবতার দেখি এইজন ।  
যদিও ভক্তনালয়ে না পড়ে নমাজ,  
খোদার বিচারে নহে হীন এর কাজ ।”

অজ্ঞাত ।

# শিশু-কল্যাণ

( রমেশ শর্মা )

## চা—কফি—কোকো ।

চা—শত করা— ২ ভাগ—থিন (Theine).

” ” —১৫ ভাগ ট্যানিন্ (Tannic Acid)

” ” — ৪ ভাগ—পাতলা তৈল পদার্থ (Volatile Oil)

থিন—কেফিনের গায় একটা ক্ষার পদার্থ (Alkali) ; ইহা কেফিনের গায় উত্তেজক এবং স্নায়ু মণ্ডলের অবসাদ জন্মায় ।

ট্যানিন—ট্যানিক এসিড অত্যন্ত সংকোচক ; এই জন্মই চা-পান করিলে, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে (Constipation) । ইহা পেপছিনকে উত্তেজিত করে এবং এলবুমেনকে ড্যালা পাকায় । মোট কথা ইহা হজম কার্যের ব্যাঘাত ঘটায় এবং রক্তহীনতা জন্মায় (Anæmia) ।

পাতলা তৈল পদার্থ—ডিজিটলিসের গায় নিদ্রা নষ্ট করে ।

কফি—শত করা ৭৫ ভাগ কেফিন ।

” — ৫.০ ভাগ—ট্যানিন্ ।

” — ১০.০ ভাগ—পাতলা

তৈল পদার্থ ।

ট্যানিন—‘পাতলা তৈল পদার্থের’ অপকারিতার বিষয় চা-তে বলা হইয়াছে ।

কেফিন—ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ । ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ কমাইয়া আনে । কফিতে চা অপেক্ষা তিন গুণের বেশী ‘পাতলা তৈল পদার্থ’ আছে । ইহা কেফিন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী । কফি অধিক খাইলে, হজম শক্তি নষ্ট হয়, মানসিক

উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, স্নায়বিক অস্থিরতা আনয়ন করে এবং অনিদ্রা আনে । কফি পান করিলে, ক্ষণিক উত্তেজনার পর অবসাদ আসে ।

কোকো খাদ্য পদার্থ । দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া খাইলে শরীর ভাল হয় ।

শিশুগণ, তোমরা অনেকেই চা বা কফি পান কর । শরীর সুস্থ এবং সবল রাখিবার জন্মই লোকে পান ও আহাৰ করে । ভাল জিনিষ খাইলেই শরীর ভাল হয় । তোমরা বাল্যকাল হইতেই ভাল জিনিষ বাছিয়া বাছিয়া খাইবে । অবশ্য চা, কফির দোষ জানিলে, তোমরা কখনই শরীর নষ্ট করিবার জন্ম ইহা পান করিবে না । কথায় বলে, অভ্যাস করিলে, বিষও হজম হয় ; কিন্তু বিষ কি শরীরের উপকার করে ? কখনই নহে । এই যে লোকে চা খায়, বেশ মনোযোগ দিয়া, নিজের শরীরের কথা ভাবিলে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে ইহাতে যে যে দোষ আছে, তাহা ক্রমশঃ শরীরকে নষ্ট করিতেছে । তোমরা ছেলেবেলা হইতেই, ভাল মন্দ বিষয় বেশ বুঝিয়া চলিবে ; তাহা না করিয়া, অন্ধের মত চলিলে, জীবনে দুঃখ পাইবে । তোমরা ত আর দুঃখী হইতে চাও না । সকলে সুখী হইতেই চাও । তাহা হইলে, চা, কফি পান করিও না ; যাহারা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছ, ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দাও । অবশ্য তোমাদের সরল প্রাণ, মনেও বেশ জোর আছে । ইচ্ছা করিলে, একদিনেই ঐ সব অনিষ্টকারী জিনিষ ত্যাগ করিতে পার ।

## বিচিত্রা ।

**বিষাক্ত ভেক :**—কিছুদিন পূর্বে বেলজিয়ামে মিউস (Meuse) নদীর তীরের নিকট গ্রাম সমূহে এক প্রকার বিষাক্ত ভেকের আবির্ভাব হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রায় ৬৯ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে জানা যায় যে ঐ ভেকের আক্রমণে তাহারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রথমে লোকের ধারণা হয় যে বিষাক্ত গ্যাসে মারা গিয়াছে; কারণ গত যুদ্ধের সময় সেই সকল স্থানে গোলা বারুদ যথেষ্ট পরিমাণ গুদামজাত করা ছিল। সুতরাং লোকের ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে বারুদের দূষিত গ্যাসে লোকেরা মরিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ নির্ণয় করা হয় যে নিকটস্থ কল কারখানার চিমনি হইতে নির্গত দূষিত গ্যাস কুয়াশার চাপে উচ্চ স্তরে মুক্ত বায়ু মণ্ডলে এবং আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে না পারিয়া নীচেই থাকিয়া গিয়া গ্রামের লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। শেষে স্বাস্থ্য-সমিতির অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে ভেকই একমাত্র মৃত্যুর কারণ। এই ভেকের আক্রমণ হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অসহ এবং মৃত্যু অনিবার্য। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মৃত ব্যক্তির সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পূর্বে হইতেই হৃদরোগে বহুদিন কষ্ট পাইতেছিলেন।

**অদ্ভুত মাছ :** কিছুদিন পূর্বে একজন ধীবর নেত্রকোণার কংসা নদীতে একটি আট মণ ওজনের মাছ ধরিয়াছিল। মাছটির নাম 'বাবআইট'; ইহা লম্বায় ৭ ফিট ১০ ইঞ্চি এবং চওড়ায় পাঁচ ফিট ছিল। এই জাতীয় মাছ এবং এত বড় মাছ প্রায় জালে পড়ে না।

**বিরাট বিমান :**—সকল সভ্যজাতি স্ব স্ব বিমান বিভাগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে জার্মানীও কম উন্নত নহে। কিছুদিন পূর্বে জার্মানীর লোকেরা যখন Do-x বিমানটি দেখিতে ব্যস্ত, তখন Imperial Airways

শিল্পীরা একখানি বিরাট যাত্রীবাহী উড়ো-জাহাজ প্রস্তুত করণে নিরত ছিলেন; ইহা বিলাতী নক্সায় ও কায়দায় প্রস্তুত হইতেছিল; এবং সর্বাপেক্ষা বড় যাত্রীবাহী শূণ্য-রথ হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা চারিটি ইঞ্জিনযুক্ত এবং সর্বসমেত ২২০০ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট। ৩৮ জন যাত্রী, দুই জন নাবিক এবং দুই জন নিম্নপদস্থ কর্মচারি এবং মাল পত্র গুরু ওজন ১৩ টন, প্রতি ২ ঘণ্টায় ১২০ মাইল চলিবার শক্তির যুক্ত ৮৬½ ফুট লম্বা। তাহার ভিতর সুন্দর সজ্জিত আরাম কক্ষ, পার্শ্বে বারাণ্ডা। ধারে ধারে স্নান ঘর। প্রসাধন কামরা, খাবার ঘর, এবং ডাক ও মাল বিভাগ ছিল। শূণ্য-রথের সম্মুখভাগে ১৮ জন যাত্রীর এবং পশ্চাদভাগে ২০ জন যাত্রীর স্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং চলন্ত অবস্থায় একখানি দ্রুত রেলগাড়ী অপেক্ষা বেশী শব্দ হইবে না বলিয়া আশা করা হয়।

**মূল্যবান তিমি :**—কিছুদিন পূর্বে একটা বৃহৎ তিমি ধৃত হইয়াছিল। সাধারণ তিমি অপেক্ষা ইহার মূল্য শতগুণ বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। তিমিটি দেখিতে তত বেশী বৃহৎ ছিল না কিন্তু ইহার চর্কি বা তৈল যথেষ্ট ছিল। সেই তৈল বিক্রয় করিয়া ৬০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহার উদরে এক মণের ও অধিক ওজনের Ambergris পাওয়া গিয়াছিল। এই Ambergris গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অতিশয় মূল্যবান পদার্থ। স্বর্ণ অপেক্ষা ইহার মূল্য পাঁচগুণ অধিক। ইহা কোন কোন তিমির উদরে পাওয়া যায়। এই তিমিটির মূল্য মোট ৬০০০০ টাকা ধার্য হইয়াছিল।

**চুলের আমদানী :**—তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য জান করিবে যে গত বৎসর ১৫০০ টন মাল্লুয়ের চুল চীন হইতে আমদানী হইয়াছে। কেন এত চুল আমদানী করা হইল তাহা জানিতে তোমাদের ইচ্ছা হইতেছে। কলের সাহায্যে নানাবিধ বীজ হইতে

তৈল বাহির করা হয় এবং তাহা ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম বস্তুর প্রয়োজন হয়। কয়েক প্রকারের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা সন্তোষজনক নহে। চুল নির্মিত বস্ত্র এই কার্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং চীনবাসীদের চুলই এইরূপ বস্ত্র বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; সেই জন্যই এত চুল চীন হইতে আমদানী করা হয়।

**গাভীর সৌভাগ্যঃ**—হল্যাণ্ড দেশে গাভীর বিশেষ যত্ন করা হয়। তথাকার গোশালায় কাঁচের দরজা দেওয়া হয় এবং তাহাতে লেশযুক্ত পরদা থাকে। গোশালার মেজেতে টালি পাতিয়া দেওয়া হয় এবং সেইগুলি সর্বদাই

পরিষ্কার করা হয়। তথাকার গাভীর লেজ লম্বা বলিয়া তাহা উঁচু করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় যেন মাটিতে ঠেকিয়া ময়লা না হয়। শিংগুলি মার্জিত হয় এবং দিনের মধ্যে ৩৪ বার গাভীর লোম বুরুশ দিয়া ঝাড়িয়া দেওয়া হয়। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস গাভীসকল গোশালায় থাকে। শীতকালে গোশালায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বসন্তের আগমনে গাভী-দিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু হল্যাণ্ডে বসন্তকালেও জল বায়ুর গতিক ঠিক থাকে না বলিয়া তাহাদের গায়ে সূন্দর সূন্দর গরম আচ্ছাদন দেওয়া হয়। আমাদের দেশের গাভীদের ইহাতে গাভীদাহ হইবে সন্দেহ নাই।

## মাধুর স্ভাব।

মধুময় ইস্কুদণ্ড,

কর তায় শত খণ্ড,

আ মরি উজ্জ্বল কিবা,

সুবর্ণের বর্ণবিভা,

স্বাভাবিক মধুরতা তবু তার যায় না।

অনন্ত দহনে তার স্বর্ণকাস্তি যায় না।

পরিপূর্ণ পরিমল,

শতখণ্ডে শতদল,

দিবানিশি নির্বিশেষে,

সহিয়া অশেষ ক্লেশে,

বিচ্ছিন্ন হলেও তার সৌরভ লুকায় না।

মাধুর সরল চিত্ত মহত্ব হারায় না।

শ্রীমনোরঞ্জন ঙ্গহ।

## ছেলেমেয়েদের গৃহকর্মে সাহায্য।

প্রত্যেক পরিবারে প্রায় ছেলেমেয়ে অল্পবিস্তর দেখা যায়। তাহারা স্বেচ্ছায় গৃহকর্মে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যায় যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বৃথা সময় নষ্ট করে এবং পিতা মাতা কিছু করিতে বলিলে তাহারা বিরক্তি বোধ করে। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলে তাহারা পিতামাতার প্রচুর সাহায্য করিতে পারে এবং গৃহগুলিও তাহাতে সুসজ্জিত ও আনন্দপূর্ণ হইতে পারে। মেয়েরা কি কি কাজে সাহায্য করিতে পারে তাহাই বলিতেছি।

(১) মেয়েরা মায়ের সাহায্যের জন্য ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে ঘরের মেজে পাকা হইলে মুছিয়া দিতে পারে আর কাঁচা ঘর হইলে গোবর গোলা দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে।

(২) ঘরের দ্রব্যাদি মাজিয়া-বসিয়া মাকে সাহায্য করিতে পারে এবং সেইগুলি গুছাইয়া সাজাইয়া দিতেও পারে।

(৩) আজকালকার দিনে মেয়েরা নিয়মিত ভাবে রন্ধন করিলে তাহাদের শিক্ষা হয় এবং আহারীয় দ্রব্য

উত্তমরূপে রন্ধন করা হয়। ইহাতে আহারের সময় সকলেই আনন্দ পায় ও রাঁধুনির খরচও বাঁচিয়া যায়।

(৪) গৃহের কতক কতক কাজ ভাগ করিয়া লইলে মায়ের অনেকটা সাহায্য হয়। বিছানা করা, বাতি তৈয়ারী করা, গৃহ সাজান, ভাঁড়ার দেখা, পরিবেশন করা প্রভৃতি।

(৫) ছোট ছোট ভাই বোনদের ভার লইয়া বড় মেয়েরা মাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। তাহাদের স্নানাহার, খেলা পড়া প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

(৬) সময় মত একত্রে বসিয়া ছোট ছোট ভাই বোনদের লইয়া ভাল ভাল গল্পের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদিগকে খানিকক্ষণ ভুলাইয়া রাখিলে মায়ের অনেকটা সাহায্য করা হয়।

(৭) বাড়ীর পশুপক্ষীর ভারও কোন কোন মেয়ে লইতে পারে। তাহাতে মায়ের কতকটা সাহায্য হয়।

(৮) মেয়েরা প্রায়ই গান করিতে পারে। অতএব সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর সকলে একত্র হইলে তাহাদের কাছে একটু গান গাহিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে পারে।

এইরূপ ভাবে আরও অগাণ্ড প্রকারে মেয়েরা বাড়ীর জ্ঞান বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারে। এখন ছেলেরা কি করিতে পারে তাহাই বলিব। ছেলেরা কে কি করিতে পারে বলা শক্ত হইলেও কতকগুলি বিষয় সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে।

(১) গৃহের চতুর্দিক তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভূতাদিগের কাজ নির্ণয় করিতে পারে এবং দরকার হইলে নিজেরাও বৃক্ষাদির যত্ন ও বাগানের কিছু কিছু কাজ করিতে পারে।

(২) বড় ছেলেরা সময়ে সময়ে ভাল ভাল পুস্তক হইতে গল্প প্রভৃতি পড়িয়া ছোট ছোট ভাই-বোনদের শুনাইতে পারে।

(৩) সময়ে সময়ে তাহাদিগকে বেড়াইতে লইয়া যাইতে পারে এবং কোন কোন স্থান বা দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে।

(৪) ছোট ছোট ভাই-বোনদের স্বভাব গঠনে তাহারা সাহায্য করিতে পারে।

(৫) হাটবাজার করিয়া পিতার যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

(৬) আগন্তুকদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারে এবং পরে পিতা বা মাতাকে সংবাদ দিতে পারে। তাহারা বাড়ীতে না থাকিলে আগন্তুকদিগের নাম ঠিকানা ও আগমনের উদ্দেশ্য লিখিয়া রাখিতে পারে।

(৭) ভৃত্য না আসিলে কুপ হইতে জল তুলিয়া দিয়া মায়ের সাহায্য করিতে পারে।

(৮) কেহ অসুস্থ হইলে ডাক্তার বা চিকিৎসক ডাকিতে পারে এবং ঔষধাদি আনয়ন করিতে পারে।

ইচ্ছা করিলে তাহারা আরও অগাণ্ড উপায়ে গৃহের সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার ঘোষ।



## টিয়া ।

এক ছিল ব্যাধ। সে বনে বনে পাখী ধরে বেড়াত। সেই সব পাখী বেচে তার সংসার চালাত। সংসারে সে আর তার স্ত্রী। কিন্তু পাখী বেচে কখন সে বেশী পয়সা রোজগার করতে পারে নি কারণ রোজ সে পাখী ধরতে পারত না।

কোনরূপে তাদের দিন কাটে। মাঝে মাঝে ছুঁপয়সা পায় আবার ছুঁচার দিন কিছুই পায় না। একদিন ঘরে কিছু ছিল না। ব্যাধের স্ত্রী বললে, “আজ ত আর খাবার কিছু নেই, এবার অন্যাহারে থাকতে হ’বে দেখছি। আজ তুমি যে পাখীটা ধরবে সেটা আমরা রেঁধে খাব। বিক্রী ক’রে হাটবাজার ক’রতে বড় দেরী হ’য়ে যাবে।” এইরূপ কথার পর ব্যাধ ও তার স্ত্রী পাখী ধরবার লম্বা সরু বাঁশগুলিতে আটা লাগিয়ে ঘর থেকে বনের দিকে চ’লে গেল।

সারা বনটা খুঁজে সেদিন আর কিছু পেলো না। সব পাখী যেন বন ছেড়ে কোথায় চ’লে গেছে। প্রায় সন্ধ্যা হ’য়ে এল, তখন ব্যাধের মনে বড় ভাবনা হ’ল। সারাদিন খাওয়া দাওয়া হয় নি। তারপর সমস্ত দিন বনে ঘুরে বেড়িয়ে দু’জনেই খুব ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছিল। হাঁটতেও তাদের কষ্ট হ’চ্ছিল। মনের দুঃখে বাড়ী ফিরছিল এমন সময়ে হঠাৎ একটা টিয়া পাখী দেখে তারা একটা বাঁশ উঁচু ক’রে ধরলে। টিয়া পাখীটা উড়ে এসে তাতে বসতে গিয়ে আটার আটকে গেল। তখন ব্যাধ তাকে ধরে ফেললে। পাখীটা বড় সুন্দর! সমস্ত গাটা সবুজ, লেজটা লাল ও সোণালী রংয়ের; গলায় একটা সোণালী রংয়ের গোল দাগ আর চোখ দুটো ঘোর কাল। ব্যাধ তার স্ত্রীর হাতে পাখীটা দিলে। সে পাখীটা হাতে নিয়ে বললে, “কি সুন্দর পাখী, আমরা একে খাব না। এতটুকু পাখীতে আমাদের কি হ’বে? একে বরং ছেড়ে দিই।” কথা শুনে টিয়াও উত্তর দিয়ে বললে, “আহা, তুমি বেশ ভাল লোক। আমাকে খেও না।

আমি তোমাদের বড়লোক ক’রে দেব।” টিয়ার কথা শুনে ব্যাধ ও তার স্ত্রী অবাক হ’য়ে গেল।

ব্যাধ বললে - হ্যাঁ, হ্যাঁ কি বলছ? তুমি আমাদের বড়লোক করে দেবে? একি কথা!

টিয়া বললে—কথাটা সত্যি; তুমি আমাকে রাজার কাছে বেচতে নিয়ে চল।

—কত টাকা চাইব?

—সে সব আমি বলব। তুমি কেবল আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল। তোমাদের জন্ত অনেক টাকা আদায় ক’রে দেব।

পরদিন ব্যাধ ও তার স্ত্রী টিয়া পাখীকে নিয়ে রাজবাড়ীতে হাজির হ’লো। রাজা পাখী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিনতে চাইলেন। ব্যাধকে দাম জিজ্ঞাসা করতে সে পাখীটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, “টিয়াই নিজের দাম নিজে বলবে।”

রাজা বললেন কি! টিয়া কথা বলতে পারে?

ব্যাধ বললে - হ্যাঁ, রাজা মশাই। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার দাম বলবে।

রাজা মনে করলেন যে ব্যাধ পাখীটাকে ছুঁচারটা কথা শিখিয়ে এনেছে। বেশী কথা জানে না। তবুও তিনি টিয়াকে তার দামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

টিয়া বললে—মহারাজ, আমার দাম দশ হাজার টাকা। এটা বড় বেশী দাম তা মনে ক’রবেন না। আমাকে কিনলে আপনার অনেক উপকার হ’বে আর আমি আপনার অনেক কাজে লাগতে পারব।

পাখীর এমন স্পষ্ট ও বুদ্ধির কথা শুনে রাজা অবাক হ’য়ে গেলেন। তিনি ধাক্কাধিকি ডেকে ব্যাধকে দশ হাজার টাকা দিতে বললেন। তারপর পাখীটাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ ক’রে দিলেন। রাজা টিয়াকে নিজের ঘরে রেখে দিলেন আর সময় পেলেই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

রাজার ছয় রাণী। কিন্তু টিয়াকে পাবার পর থেকে রাজা আর রাণীদের কথা কিছু ভাবেন না। রাণীরা খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। রাজ-কাজ ক'রে একটু সময় পেলেই রাজা টিয়ার সঙ্গে কথা বলেন, বড় একটা অন্দর মহলে যান না। এই জন্মে টিয়ার উপর রাণীদের বড় রাগ হ'লো। তাঁরা একদিন পরামর্শ ক'রে টিয়াকে মেরে ফেলতে চাইলেন। রাজা একদিন শীকারে বার হ'য়ে গেলে তাঁরা ঘরে ঢুকে পাখীটা মেরে ফেলবার জন্মে খাঁচার কাছে এলেন। টিয়া তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ধর্মের কথা আওড়াতে লাগল। টিয়ার মিষ্টি কথা শুনে রাণীরা তাকে আর মেরে ফেলতে পারলেন না। সেদিনকার মত টিয়া বেঁচে গেল কিন্তু রাণীদের চক্রান্ত চলতে লাগল।

তার পরদিন ছয় রাণীতে দরবার বসালেন। পাখী কেনার পর থেকে রাজা তাদের কাউকে নুতন গয়না দেন নি কিম্বা তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বলেন নি সুতরাং টিয়ার জন্মেই তাদের এই দুঃখ। টিয়াকে না মারলে তাদের দুঃখ দূর হ'বে না। কিন্তু কে তাকে মারবে। স্থির হ'লো যে তারা টিয়াকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। প্রশ্নটা অণু কিছু নয়—রাণীদের মধ্যে কে কুৎসিতা—আর যাকে টিয়া কুৎসিতা বলবে সেই তাকে মেরে ফেলবে।

এই রকম চক্রান্ত ক'রে রাণীরা একদিন টিয়ার ঘরে এসে হাজির। এক রাণী টিয়াকে ডেকে বললেন, 'তুমি ত খুব জ্ঞানী, তোমার নাকি খুব বিচার শক্তি আছে। কই বলত আমাদের মধ্যে কে খুব দেখতে কুৎসিতা?' টিয়া এবারও তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, "আপনাদের সকলকে বেশ ভাল ক'রে না দেখলে কেমন ক'রে বিচার ক'রব। আমাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেন তাহলে আমি আপনাদের কাছে গিয়ে, দেখে শুনে নিজের মত প্রকাশ ক'রব।" রাণীরাও খুব চালাক। তাঁরা আগে ঘরের জানালা দরজা ভাল করে বন্ধ করে টিয়াকে খুলে দিলেন। টিয়া একটা ছোট নর্দমা লক্ষ্য

ক'রে রেখেছিল। রাণীরা আদৌ সেটার বিষয় মনোযোগ করেন নাই। টিয়া খাঁচা হ'তে বার হ'য়ে এসে সকলকে দেখে বললে "আপনারা সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকুমারীর পায়েরও যোগা নন।" টিয়ার কথা শুনে রাণীরা তেলে বেগুণে জলে উঠলেন। তাকে ধ'রবার জন্মে ছড়াছড়ি করতে লাগলেন কিন্তু সে সেই ছোট নর্দমা দিয়ে পালিয়ে গেল। টিয়া উড়ে গিয়ে এক গরীব কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নিল। কাঠুরিয়া তাকে একটা খাঁচার রেখে বেশ যত্ন ক'রতে লাগল।

রাজা শীকার থেকে বাড়ী এসে টিয়াকে না দেখতে পেয়ে বড় দুঃখিত হ'য়ে পড়লেন। রাণীদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন যে তারা কেউ কিছু জানে না। রাজার আর কাজে মন বসে না; রাণীদের সঙ্গে কথাও কন না। কিন্তু রাণীরা সর্বদাই বেশ হাসিখুসীর ভাব দেখান যেন কিছুই জানেন না। রাজার জন্মে মন্ত্রীরা ভেবে অস্থির। টিয়ার জন্মেই রাজার এই অনস্থা তা আর বুঝতে বাকী রইল না। তাঁরা ঢেঁড়া দিয়ে চারিদিকে জানিয়ে দিলেন—যে টিয়াকে এনে দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'বে। কাঠুরিয়ার কাণে কথাটা গেল। সে টিয়াকে রাজবাড়ী এনে দিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেল। রাজাও টিয়াকে পেয়ে আবার খুসী হ'য়ে কাজে মন দিলেন।

টিয়াও রাজাকে রাণীদের ছুঁটামির কথা ব'লে দিলে রাজা রাগ ক'রে তাদের রাজবাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর টিয়াকে সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজা--সত্যই কি তিনি খুব সুন্দরী? তাঁর বিষয় আমাকে সব খুলে বল।

টিয়া—রাজা মশাই সত্যই তিনি খুব সুন্দরী; তাঁর মত সুন্দরী রাজকুমারী আর পৃথিবীতে নাই। তাঁর চুল খুব ঘন ও লম্বা; চুলের ভারে তাঁর চলতে কষ্ট হয়। গায়ের রং সোণার মতন, আর চোখ হরিণীর চোখের

য়ত। তিনি যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী ও ধার্মিক।  
পরমেশ্বর অনেক বহুমূল্য রত্ন সৃষ্টি করেছেন সত্য কিন্তু  
এ রকম রূপবতী ও গুণবতী জীলোক সর্বাপেক্ষা বহু  
মূল্য রত্ন।

রাজা--ও টিয়া তুমি সব জান। কেমন করে তাঁকে  
পাওয়া যায় তাই বল। সাত সমুদ্র তের নদী পারের  
দেশ যে অনেক দূর।

টিয়া--অনেক দূর বটে কিন্তু আমি আপনাকে পথ  
দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি। যদি আপনি আমার কথা  
শুনেন তবে তাঁকে রানী করতে পারেন।

রাজা - তুমি যা বলবে তাই করব। তাঁকে আমার  
রানী করাই চাই।

টিয়া--প্রথমে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়ার দরকার।  
তা না হ'লে সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া যাবে না।  
আপনার কি ওরকম ঘোড়া আছে ?

রাজা--চল একবার আস্তাবলে গিয়ে দেখি।

এই বলে রাজা টিয়াকে নিয়ে আস্তাবলে  
গেলেন।

অনেক ঘোড়া দেখবার পর টিয়া একটা ঘোড়া দেখিয়ে  
বললে, "এই ঘোড়াটা পক্ষীরাজ জাতীয়। এইটাকে  
ছ'মাস খাওয়ান। তারপর যাত্রা করা যাবে।"  
রাজা বাধ্য হ'য়ে ছ'মাস অপেক্ষা ক'রলেন। তারপর  
টিয়া ঘোড়াটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলে। সেটা  
উড়বার বেশ যোগ্য হয়েছিল। টিয়া স্ত্রাকরাকে  
ডেকে রূপার কতকগুলো ছোট ছোট বল তৈরী  
করিয়ে নিলে। তারপর রাজাকে প্রস্তুত হ'তে বললে।  
রওনা হবার আগে সে রাজাকে বললে, "আপনি  
একবার বই দু'বার চাবুক মারবেন না। রওনা হ'বার  
সময় একবার চাবুক মারলেই যথেষ্ট হ'বে। যদি আর  
একবার চাবুক মারেন তবে ঘোড়া ছ'মাস আর চলবে  
না।" রাজা তাতে মত দিলেন। ঘোড়ায় উঠে রাজা  
চাবুক মারতেই ঘোড়া শূন্যে উঠে চলতে লাগল।  
টিয়াও সঙ্গে গেল। কত দেশ, পাহাড়, নদী, নালা  
পার হ'য়ে সন্ধ্যাবেলা তারা একটা রাজবাড়ীর ফটকে  
এসে হাজির হ'লো।

ফটকের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। টিয়া  
রাজাকে তার ঘোড়াটা ঝোপে লুকিয়ে রাখতে  
বললে। রাজা ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে এল।  
তারপর টিয়া রাজাকে গাছে উঠতে বললে। রাজা  
তার কথামত গাছেই রাতটা কাটালেন। টিয়া মুখে  
ক'রে সেই রূপার বলগুলো একে একে ক'রে ফটক  
থেকে রাজকুমারীর শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত ছড়িয়ে  
দিয়ে গাছে রাজার কাছে গিয়ে ব'সল। সকালবেলা  
রাজকুমারীর সহচরী দরজা খুলতেই চক্চকে বল  
দেখে কুড়িয়ে নিয়ে রাজকুমারীকে দেখালে। তিনিও  
বার হ'য়ে এসে আরও কতকগুলো বল দেখতে পেয়ে  
কুড়াতে আরম্ভ করলেন। আনমনা হ'য়ে ক্রমে  
একেবারে ফটকের কাছে গিয়ে হাজির। তখন রাজা  
তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে তাকে ধ'রেফেলে  
বললেন, "কিছু ভয় ক'রো না ; আমি শত্রু নই, আমি  
এক দেশের রাজা। তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনে  
সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেছি। তুমি কি  
আমার সঙ্গে গিয়ে আমার রানী হ'বে না?"  
রাজকুমারী মত দিলে রাজা ঘোড়া নিয়ে এসে তাতে  
দু'জনে চড়ে বসল আর টিয়া রাজার কাঁধে ব'সল।  
ঘোড়া আগেকার মত আবার ঘরের দিকে চলতে  
লাগল। কিন্তু রাজার আর তর সয় না। তিনি  
তাড়াতাড়ি ব'রে পৌঁছবার জন্তে হঠাৎ আবার  
ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে বসলেন। ঘোড়াটা তখন  
একটা বনের মধ্যে নেমে গেল। তখন টিয়া দুঃখিত  
হয়ে বললে, "রাজামশাই, একি করলেন। আনন্দ-  
ভোগ করতে হ'লে ঐধর্যের দরকার, তাড়াতাড়িতে  
কেবল দুঃখ বাড়ে। এখন এখানেই ছ'মাস থাকতে  
হ'বে।" বনের মধ্যে ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না, মাটিতে  
শুয়ে তাদের রাত কাটাতে হ'লো। সকালবেলা  
আর এক রাজা শীকার ক'রতে এসে রাজকুমারীকে  
দেখে পাগল হ'য়ে উঠলেন। রাজাকে লোকজন  
দিয়ে ধরিয়ে তার চোখ তুলে দিলেন। রাজকুমারীকে  
নিজের রানী করবার জন্তে ধরে নিয়ে গেলেন।  
ঘোড়াটাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

রাজবাটীতে পৌঁছবার পর রাজকুমারী ঘোড়াটার সন্ধান নিলেন। তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা তিনি জেনে রাখলেন। কিন্তু তাঁর রাজার ও টিয়ার কোন খোঁজ পেলেন না। নূতন রাজা বিবাহের প্রস্তাব করলেন কিন্তু রাজকুমারী তাতে সম্মত না হয়ে বললেন, “আমি ছ’মাস বিবাহ ক’রব না। আমাকে এই ছ’মাস সময় নির্জনে বাস ক’রতে দেন, তারপর আমি আপনাকে জানাব।” রাজকুমারী খুব ধার্মিক ছিলেন এবং প্রথম রাজাকেই ভালবাসতেন বলে এখন বিবাহে মত দিলেন না। আরও তিনি জানতেন যে ছ’মাস পরে ঘোড়াটা চলবার শক্তি পাবে তখন কোন একটা উপায় করতে চেষ্টা করবেন। নূতন রাজা কোন বিরুদ্ধি না করে রাজকুমারীর জন্তে একটা ভাল ঘর ঠিক ক’রে দিলেন; দাসদাসীর ও সহচরীর বন্দোবস্ত ক’রে দিলেন। রাজকুমারীর দিন কাটতে লাগল কিন্তু তিনি টিয়ার সাক্ষাৎ পাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। ঘরের ছাদে রোজ রোজ দানা ছড়াতে লাগলেন যদি সন্ধান পেয়ে টিয়া আসে কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল তবুও টিয়া এল না।

এদিকে অন্ধ রাজা টিয়ার সাহায্যে দিন কাটাতে লাগলেন। সে ফল এনে দেয়, রাজা তাই খান আর রাত্রে গাছতলায় শুয়ে থাকেন। টিয়া তাঁকে ত্যাগ করে না। একদিন একটা পায়রার সঙ্গে টিয়ার আলাপ হ’লো। তার কাছে শুনতে পেলেন যে রাজবাড়ীর ছাদে দানা পাওয়া যায়। তখন টিয়া বুঝতে পারলে যে এ রাজকুমারীর কাজ। তার সন্ধান পাবার জন্তেই তিনি এ রকম করছেন। পায়রার সঙ্গে সে একদিন সেখানে গিয়ে হাজির

হ’লো। রাজকুমারীকে দেখে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। দু’জনে পালাবার পরামর্শ আঁটলে। কিন্তু রাজা অন্ধ হয়ে কেমন ক’রে দেশে ফিরবেন তাই তাঁর চোখ পাবার ব্যবস্থা ক’রে দিলেন। রাজকুমারী টিয়াকে নিজের দেশে উড়ে গিয়ে তাঁর শোবার ঘরের জানালার কাছে গোলাপ গাছের ছোটো পাতা আন্তে বললেন। টিয়া উড়ে গিয়ে তা এনে রাজকুমারীর কথা মত রাজার চোখে বসিয়ে দিলে। রাজা আবার দৃষ্টি পেলেন। ঠিক ছ’মাস পূর্ণ হ’লে টিয়া রাজাকে নিয়ে রাত্ৰিতে রাজকুমারীর ঘরের কাছে গেল। রাজকুমারীও ঘোড়া নিয়ে তৈরী ছিলেন। টিয়া সে খবর নিয়ে এল। তখন রাজা কোনরূপে রাজবাড়ীতে চুপি চুপি চুকে পড়ল। রাজা ও রাজকুমারী ঘোড়ায় চড়ে বসল আর টিয়াও আগেকার মত রাজার কাঁধে রইল। ঘোড়া আকাশে উঠে দ্রুত চলতে লাগল। তাঁরা নিরাপদে রাজধানীতে এসে পড়লেন। দেশের লোকেরা এতদিন পরে রাজাকে দেখতে পেয়ে খুব খুসী হ’লো। তারপর খুব জাঁক-জমকে রাজা ও রাজকুমারীর বিবাহ হ’য়ে গেল। তাঁরা অনেক দিন রাজত্ব করলেন। তাঁদের অনেক ছেলে মেয়ে হ’লো আর টিয়া তাদের সুন্দর সুন্দর পুত্র শেখাত। রাজা ও রানী টিয়াকে ভুলেন নি। রাজকাজে তার পরামর্শ নিতেন। এই কথা দেশ-বিদেশে রটে গেল। তখন অনেক লোক এই টিয়াকে দেখতে আসত। তারা টিয়ার জ্ঞানের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে বাড়ী ফিরত।

বাল্মীকীর রূপকথা।

Ruth Grey.

অনুবাদ।

# দুই বন্ধের তীর্থযাত্রা ।

লিচো টলপ্তয় ।

( এক )

রুশ দেশের কোন এক গ্রামে দুই বন্ধ থাকিত । দিনের পর দিন তারা মরণের পথে আগাইয়া যাইতেছিল । দুই বন্ধের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল ; সর্বদা মধুর আলাপে তাহাদের দিন কাটিত । একদিন দুই বন্ধুতে স্থির করিল তীর্থ যাত্রায় বাহির হইবে এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের পুণ্য তীর্থ যিরুশালেম যাইতে মনস্থ করিল । ইহাদের মধ্যে একজনের নাম Efim Tarasyeh, অন্য জনের নাম Elisey Badrov. ইফিম অবস্থাপন্ন ও ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং ইলাইজে দরিদ্র । সে স্বত্রধর, কিন্তু বার্কক্য হেতু ঐ কঠিন পরিশ্রম সহ করিতে পারিত না বলিয়া মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছির চাষ করিত ।

দুই বন্ধুতে একদিন আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিল । ইলাইজে পথে যাহার সঙ্গে দেখা পাইল তাহার সহিত মধুর সম্ভাষণ ও আলাপ করিল এবং হাসিমুখে বিদায় লইল । সারা পথ বন্ধুকে উৎসাহ, আনন্দ, স্মৃতি দিতে কম করিল না । ইফিমের মনে আদৌ শান্তি ছিল না, কারণ সে পথে যাইতে যাইতে কেবল আত্মীয় স্বজন পরিবারের বিষয় অত্যন্ত চিন্তা করিতেছিল ; তীর্থে বাহির হইয়াও সাংসারিক চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে নাই ।

কিছুদিন পথ চলিবার পর, ইলাইজে একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য কোন এক কুটিরের দ্বারের নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িল ; ইফিম না খামিয়া চলিতেই লাগিল । দুই এক পা গিয়া ইলাইজকে দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল । ইলাইজে সেই স্থান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, “তুমি এগিয়ে যাও, আমি জলখেয়ে তোমার সঙ্গ ধরে নিচ্ছি ।” ইফিম আবার চলিতে লাগিল । ইলাইজে আর তীর্থযাত্রার পথে যিরুশালেমের দিকে অগ্রসর হইল না । জল পানের আশায় ভিতরে প্রবেশ

করিয়া মাত্র লোক দেখিতে পাইল । সে গৃহের অবস্থা ও লোকগুলিকে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ন্যহত হইয়া পড়িল । পরিবারের সকলেই অনাহারে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল কারণ সেই বৎসর সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া ইলাইজের তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা হইল না এবং সে বন্ধুর কথাও ভুলিয়া গেল । সেখানে থাকিয়া তাহাদের সেবা ও যত্ন করিতে এবং আহার যোগাইতে সঙ্কল্প করিল । তাহাদের সহিত থাকিতে থাকিতে একদিন হইতে একমাস এবং ক্রমশ বহু দিন কাটিয়া গেল । সে তাহাদের জন্য কেবল যে খাদ্য সংস্থান করিল তাহা নয় উপরন্তু তাহাদের জন্য জমি-জোত, বলদ, ঘোড়া গাভী এবং সারাবৎসরের খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিল । সে প্রায় আপন মনে ভাবিত ইহাদের ছাড়িয়া যাই কি করিয়া ; ইহাইত ঈশ্বরের কাজ, তখন সাগর পার হইয়া তীর্থ করিতে যাওয়ায় লাভ কি ? আর ত তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না । ইহাদিগকে অনাহারের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছি এবং তাহাদের অভাবের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ও ভূসম্পত্তি কিনিয়া দিয়া মনুষ্য সমাজে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছি । ইহাই মহা পুণ্য ; আমি আশ্রয় ও মনে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি ।

সেই স্থানে, তাহাদের জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যখন যিরুশালেম যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল তখন সে আপন গৃহে ফিরিল । গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইলাইজে দেখিল সংসার বেশ সচ্ছল চলিতেছে কোন অভাব অনাটন নাই, শস্ত বেশ ভাল হইয়াছে সারা বৎসরের জন্য বিশেষ কোন চিন্তা নাই ।

ইফিম চলিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিতেছিল কৈ এত সময় হইয়া গেল সে ত আসিল না ; কিছু হইল

কিন্তু! এতক্ষণে আমার ধরা উচিত ছিল। এইসকল চিন্তায় সে উদ্বিগ্ন হইতেছিল। আবার মাঝে মাঝে মনে করিতেছিল তাহার সহিত ওডেসার জাহাজ ঘাটে দেখা করিবে। এই প্রকার নানা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতেছিল পরে জাহাজঘাটে পৌঁছিয়া ইলাইজের সাক্ষাৎ না পাইয়া সে জাকার উদ্দেশে যাত্রা করিল। জাকায় উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে সে পদব্রজে যিরুশালেমের দিকে একাই যাত্রা করিল। যিরুশালেমে উপস্থিত হইয়া পরদিন ত্রীষ্টেব সমাধি স্থল দর্শন করিল। সে যে আনন্দ বোধ করিল তাহা বলা নিস্প্রয়োজন। ইফিম সমাধির নিকট দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল। সে দেখিল দূরে মন্দিরের ভিতরে অনেক প্রদীপ জ্বলিতেছে; সে আরো দেখিল দূরে যেখানে পবিত্রআলো জ্বলিতেছিল সেই স্থানে একজন বৃদ্ধ মোটা আলখাল্লা পরা মাথায় টাক এবং তাহার মাথার চারিদিকে এক অপূর্ণ জ্যোতিঃ। এই রূপটি অনেকটা Elisey Bodrovএর মতন দেখিতে।

সে ভাবিতেছিল লোকটা ইলাইজে নাকি? আবার মনে হইল এটা কি সম্ভবপর, আর কি করিয়াই বা সম্ভব হইতে পারে। সে আমার আগে এখানে কিছুতেই পৌঁছিতে পারে না। আগেব জাহাজখানা আমার যাত্রা করিবার এক সপ্তাহ পূর্বে জাহাজ ঘাট ছাড়িয়াছে। সেই জাহাজে সে চড়ে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের জাহাজেও সে ছিল না, আমি সকল যাত্রিকেই দেখিয়াছি। যখন সে এইসকল ভাবিতেছিল তখন সেই বৃদ্ধ প্রার্থনা আরম্ভ করিল; প্রথমে সে সম্মুখে একবার ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিল, পরে দুই পাশে পূর্বের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিল। তারপর যেই বৃদ্ধ ডানদিকে মাথা ঘুরাইল ইফিম তাহাকে চিনিতে পারিল। 'নিশ্চয়, আমাদের ইলাইজে, সেই কাল কৌকড়ান দাড়ী সেই গালে দাগ, নাক মুখ চোক হুবাহু তার মত।' ইফিম তাহার বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তাহার পূর্বে সে কি প্রকারে এই স্থানে উপস্থিত হইল

এবং কি প্রকারে তাহার পূর্বে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে স্থান পাইল চিন্তা করিয়া কম বিস্মিত হইল না।

'ইলাইজে কেমন করিয়া এখানে স্থান পাইল? বোধ হয় কাহারও সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল। সেই বোধ হয় তাহাকে লইয়া আসিয়াছে এ বিষয়ে কোন ভুল নাই। উপাসনা সাক্ষ হইলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব যদি বাহির হইয়া যায় তবুও খুঁজিতে ছাড়িব না। সে বোধ হয় আমার সম্মুখে লইয়া যাইবে যদি একবার অনুবোধ করি।' এই সকল চিন্তা তাহার মনে আলোড়িত হইতেছিল।

উপাসনা শেষ হইলে পরে ইফিম ইলাইজের উপরে খুব একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিল পাছে লোকের ভীড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলে। বহুলোক চলিয়া গেল, অনেকে সমাধির নিকটে যাইবার জন্ত ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের ধাক্কায় ইফিম একদিকে ছিটকাইয়া পড়িল, তাহার সমাধির উপবে চুষন করিতে ব্যগ্র। ধাক্কাব দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইফিম ধাক্কা আর ভীড়ের মধ্যে ভানিতেছিল এই বৃদ্ধ পকেটমারা গেল; পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া একবার দেখিয়া লইল ব্যাগটা ঠিক আছে কি না। সে খালটাকে হাতে অনুভব করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং ঠেলাঠেলি করিয়া কোন প্রকারে ভীড় হইতে বাহির হইয়া খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়া শান্তিনোধ করিল। পরে ইলাইজেকে গির্জার চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইল; গির্জার ভিতরে পুনরায় দেখিতে ক্রটি করিল না। গির্জার সংলগ্ন অনেকগুলি কামরা ছিল। সেখানে কেহ আহারে ও পানে রত, কেহবা আরাম করিতেছিল, কেহবা ঈশ্বর চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া ছিল। সকল স্থান খুঁজিয়াও ইফিম ইলাইজেকে দেখিতে পাইল না। সরাইখানায় গিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথায় তাহার দেখা পাওয়া গেল না।

The Two Old Men ( An Abridgement )

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

# ডাক্তার—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের এন্টিপাইরেটিক মিক্‌চার

তারামার্কী কালীঘাটের পাঁচন।

এই ঔষধ ব্যবহারে কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌শন্‌ আবশ্যিক হয় না। ৭০ বৎসরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত  
কালীঘাটের দেশবিখ্যাত জ্বরের মহৌষধ।

Valuable Remedy for Malaria, Kala-azar, Spleen, Liver etc. Price As. 12.  
Re. 1-4, Rs. 2. per bottle, Dr. S. C. BISWAS & Co. Consulting hours at Alipur  
Dispensary—7 to 9 A.M. & 4 to 5 P.M. Kalighat at 9-30 to 11-30 A.M. & 5-30 to 7 P.M.  
Dr. S. C. BISWAS attends daily. ( তারামার্কী ডাক্তারখানা )

ডাক্তার এস, সি, বিশ্বাস মহাশয়ের ৭০ বৎসরের বিখ্যাত এন্টিপাইরেটিক মিক্‌চার বা সর্ব প্রকার  
জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধ ব্যবহারে রক্ত পরিশুদ্ধ হইয়া শরীরে নূতন বল প্রদান  
করে। পাঁইট মূল্য ৫০ আনা, তারামার্কী ছোট ১০ সিকা ও বড় বোতল ২ টাকা, প্লীহা ও যকৃৎের মলম  
মূল্য ১০ আনা। কুসুম কোমলা তৈল অর্থাৎ সুগন্ধি নারকেল তৈল মূল্য ১০ আনা। কুস্তুর শোভন তৈল  
বা মস্তিস্ক স্নিগ্ধকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল মূল্য ১ টাকা। বসন্ত কুসুম বা ধাতের পীড়ার মহৌষধ মূল্য ১০ টাকা।  
সর্বপ্রকার বেদনার মালিস মূল্য ১ টাকা। ধাতু দৌর্বল্যের মহৌষধ ২ টাকা। গোলডেন  
মিক্‌চার বা প্রদর, বাধক, রজঃকৃচ্ছ প্রভৃতি স্ত্রী-রোগের মহৌষধ মূল্য ২ টাকা। অজীর্ণ কণ্টক চূর্ণ বা অন্ন  
রোগের মহৌষধ মূল্য ২ টাকা। হাঁপানী বা দমাকাশের মহৌষধ মূল্য ১০ টাকা। রক্ত শোধন মালিস  
মূল্য ২ টাকা। পারার, গরমীর ঘা নাশক মলম মূল্য ১ টাকা। লিলি অয়েন্টমেন্ট দাঁদের উৎকৃষ্ট ঔষধ  
মূল্য ১০ আনা। রক্ত আমাশয় ও পেটের পীড়ার ঔষধ মূল্য ১ টাকা ও ১০ টাকা ইত্যাদি।

ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র মহৌষধ তারামার্কী কালীঘাটের পাঁচন।  
তারামার্কী দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন।

কালীঘাট ঔষধালয়—২১৯ নং কাগীঘাট রোড, কলিকাতা। আলিপুর ঔষধালয়—২৭ নং  
বেলভেড়িয়ার রোড, কলিকাতা। তারামার্কী ডাক্তারখানা।

পুঃ—সাবধান কালীঘাটের পাঁচন অনেক নকল ও জাল হইতেছে, তারামার্কী ও শ্রীশ ডাক্তারের  
চেহারা দেখিয়া লইবেন। ঔষধের মূল্য ২ ১০ ও ৫০ আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক—ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

২১৯ নং কালীঘাট রোড।

ডাক্তার এস, সি, বিশ্বাস এও কোং আলিপুর ঔষধালয়, কলিকাতা।

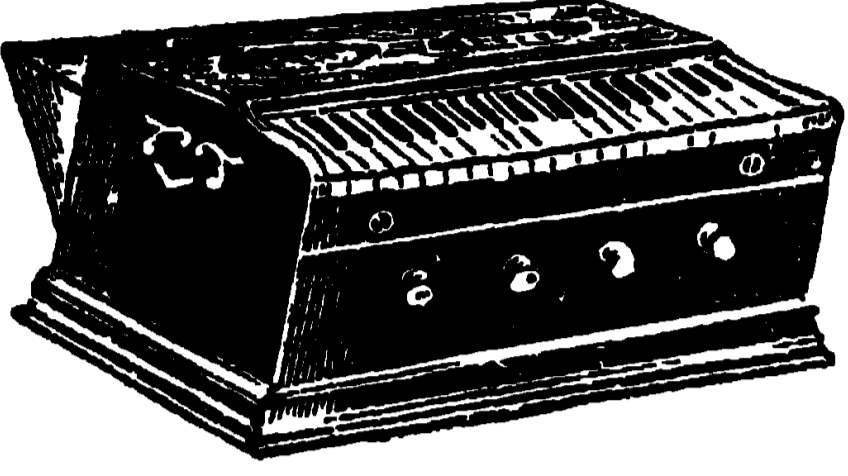
১৮৬০ সালে স্থাপিত। ২৭ নং বেলভেড়িয়ার রোড, কলিকাতা।

পাইকারিদিগের সুবর্ণ সুযোগ—বৎসরে ৬০০০ বোতল বিক্রয় করিয়া দিতে পারিলে একটা স্বর্ণ পদক ও  
৪০০০ বোতল বিক্রয় করিতে পারিলে একটা রৌপ্য পদক এবং ১০,০০০ বোতল বিক্রয় করিতে পারিলে  
স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইবেন কমিশন স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য বাজারে যত পেটেন্ট ঔষধ আছে তাহাতে বড় বোতলে ২৪ মাত্রা ছোট বোতলে ১২ মাত্রা  
ঔষধ থাকে। সেই স্থলে আমাদের বড় বোতলে ৪৮ মাত্রা ছোট বোতলে ২৪ মাত্রা থাকে।

# সকল এণ্ড সন্ড ।

সকল প্রকার বাজ্যযন্ত্র বিক্রেতা  
ও মেরামত কারক ।



নুতন করিয়া পরিচয় দিবার  
প্রয়োজন নাই । আমাদের বাজ্য-  
যন্ত্রের ব্যবসায় ছয় পুরুষ পরিয়া  
চলিতেছে এবং আমরাই বাজ্যারে  
সর্বপুরাতন ব্যবসায়ী । অধিকাংশ  
উপাসনালয়ের অর্গান ও হার-  
মোনিয়াম আমরাই মেরামত করিয়া  
থাকি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

অফিস—

৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

TO LET.

উপাসনা-সম্পাদক, খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক  
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়  
বি-এ, কাব্যবিনোদ.

অনূদিত

## খ্রীষ্টানুসরণ

[ Imitation of Christ ]

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, চমৎকার বাঁধাই ;

এই বিরাট গ্রন্থখানি ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ,

মূল্য দেড় টাকা মাত্র ।

জ্ঞান-ধর্ম-ানর্কিশেষে প্রত্যেক গৃহে স্থখে দুঃখে,  
আনন্দে ও নৈবাশ্বে রাত্রি দিনের সঙ্গী হইবার মত  
এমন উপাদেয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় লিখিত হয়  
নাই । যেমন ভাষার পরিপাট্য তেমনি ভাবের  
মাধুর্য্য পুস্তকখানিকে স্মরণীয় করিয়াছে ।

—প্রাপ্তিস্থান—

দি চার্চ ডিপো লিঃ

৬২, কণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## আপনি কি নিঃসন্দেহ ?

আপনার ও আপনার পরিবারের ছোট বড়  
সকলের দাত কি. সম্পূর্ণ নীরোগ ? অভিজ্ঞ দস্ত-  
চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দস্তের বর্তমান  
অবস্থা জানা ও কোন রোগ থাকিলে তাহার যথোচিত  
প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করা কি শ্রেয়ঃ নহে ?

দস্ত-রোগের প্রারম্ভেই চিকিৎসা না করাইলে  
নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতা অনিবার্য্য । সময়ে  
সতর্কতা অবলম্বন করিলে স্বাস্থ্য, অর্থ,  
সৌন্দর্য্য—সমুদয় রক্ষা পাইবে ।

ডাঃ এম, এম, আলী, এল, ডি, এসসি,  
দস্ত চিকিৎসক, ৩৮নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট,  
( ওয়েলেসলী, রিপন ও কলিন্ ষ্ট্রীটের মোড় )  
কলিকাতা ।

ফোন নং—পার্ক ৫৫৪ । সময় :—৮টা  
হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ।

ছাত্রদের জন্য বিশেষ কম ফি  
ধার্য্য করা হইয়াছে এবং কঠিন রোগের  
চিকিৎসা দিব্যরাত্রি সকল সময়  
করিবার সুবন্দোবস্ত আছে । পরীক্ষা প্রার্থনীয়



# অঙ্কুরের নিয়মাবলী ।

অঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সহ ১২ এক টাকা ।

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৯০ দুই আনা ।

শ্রাবণ হইতে আষাঢ় ( আগষ্ট হইতে জুলাই ) পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয় । প্রতি মাসের ১৫ তারিখে বা ইংরাজী মাসের ১লা দিবসে 'অঙ্কুর' প্রকাশ করা হইবে । দশ দিনের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র দিবেন । বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায় । নমুনার জন্ম ৯০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠানো দরকার । ব্যয় বাহুলা হেতু ভিঃ পিঃতে কাগজ প্রেরিত হয় না ।

অমনোনীত রচনা, টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয় । নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা সম্বন্ধে বিচার করা হইবে, কিন্তু কোন প্রকার রাজনীতি সংক্রান্ত গল্প বা প্রবন্ধ, অথবা শিশুসাহিত্য বিরুদ্ধ গল্প, রচনা এবং কবিতা গৃহীত হইবে না ।

প্রবন্ধ, বিনিময় পত্র, এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সকল বিষয় জানিতে হইলে ডাক টিকিট সহ সম্পাদককে পত্র লিখিবেন । ঠিকানা পরিবর্তন করিলে লিখিয়া জানান আবশ্যিক ।

টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । বিজ্ঞাপনের দর পূর্ণ পৃষ্ঠার জন্ম প্রতি মাসে ১০ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ; সিকি পৃষ্ঠা ৩ টাকা । বিশেষ বিজ্ঞাপন ও স্থানের জন্ম সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে

সম্পাদক—অঙ্কুর ।

১২৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ।

**Registered No. C 1982.**

---

PRINTED BY REV. S. K. GHOSH

AT THE

NEW INDIAN PRESS

3, DUFF STREET, CALCUTTA

AND

PUBLISHED BY HIM AT 127, MANICKTOLLA STREET.

CALCUTTA.

---









